পশুপতি-সম্বাদ

ঐতিহাসিক উপন্যাস।

(সংশোধিত হইয়া বঙ্গদর্শন হইতে পুনর্মুদ্রিত)

যদি ন স্যাৎ নরপতিঃ সম্যক্ নেতা ততঃ প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ বিপ্লবেতেহ নৌরিব॥
(যদি এই নরসমাজের সম্যক নেতা অধিপতি না থাকে তবে ইহা সমুদ্রে কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় নিমগ্ন হয়)—হিতোপদেশ।

কলিকাতা।

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী মেসিনপ্রেসে
শ্রীরমেশচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১২৯২।

উৎসর্গ।

হিন্দুজাতির ইতিহাস এখনও লিখিত হয় নাই। ভবিষ্যতে যে হিন্দু মহাপুরুষ সেই ইতিহাস লিখিবেন তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ সাহায্যার্থ এই গ্রন্থ লিখিলাম। সাহায্যের পরিমাণ—সমুদ্রে শিশিরবিন্দুবৎ। তথাপি ভরসা করি যে পূর্ব্বপুরুষের প্রদত্ত বলিয়া তিনি ইহা সাদরে গ্রহণ করিবেন। ইতি

কলিকাতা,
৯ই চৈত্র ১২৯০।

শ্রীগ্রন্থকার।

পশুপতি-সম্বাদ।

প্রথম ভাগ।

১

সকলেই জানেন যে, কলিকাতার অনতিদূরে গোধনপুর নামে একটী গ্রাম আছে। গ্রাম খানি খুব ছোটও নয়, খুব বড়ও নয়—অধিবাসীর সংখ্যা ৮ শতের অধিক নয়, কিন্তু সেন্সস্ রিপোর্টে ২৫০০ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যাঁহারা ঐ রিপোর্টের লিখিত সংখ্যা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা করুন; আমরা করিব না। আমরা এক বৎসর গোধনপুরের মাঠে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই চড়কডাঙ্গায় উপস্থিত ছিল। আমাদের বোধ হইল যে, গ্রামের কুলবধূ, যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে বাহির হন না, তাঁহাদের শুদ্ধ ধরিলে অধিবাসীর সংখ্যা আমরা যা বলিয়াছি, তাহার বেশী হইবে না। অতএব কর্ত্তৃপক্ষদিগের প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমরা ৮ শতকে ২৫ শত বলিতে অস্বীকৃত হইলাম।

গোধনপুরের অধিকাংশ অধিবাসী কৃষিজীবী এবং গোয়ালা। ব্রাহ্মণ বিশ পঁচিশ ঘরের বেশী নয়; কায়স্থ প্রায় চল্লিশ ঘর। কৃষিজীবীরা চাষ করে, ধান বেচিয়া জমিদারের খাজনা দেয়, খাজনা দিয়া যাহা থাকে, তাহাতে কোন রকমে

দিনপাত করে, বড় একটা হাহাকার করে না। কলিকাতার কল্যাণে গোয়ালাদের আজকাল জোর পড়তা। গোধনপুরের গোয়ালারা কলিকাতার বাবুমহলে জলকে দুধ বলিয়া বিক্রয় করিয়া বেশ দশ টাকা লাভ করে, বাবুদের ছেলে মেয়ের কফ কাশী সারে না, কিন্তু গোয়ালাদের গৃহিণীরা ভাল ভাল সোণার গহনা পরিয়া দশমহাবিদ্যার ন্যায় দশ দিকে দশ রকম মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গোকুল গোধনপুরের মধ্যে কিছু মাত্র প্রভেদ দেখিতে দেয় না।

গোধনপুরের ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের মধ্যে কেহই ধনশালী নয়, সকলেই সামান্য গৃহস্থ। সাবেক প্রথামত সকলেরই কিছু কিছু চাষ আছে, চাষের ধানই তাহাদের প্রধান অবলম্বন। কেবল ব্রাহ্মণঠাকুরদের মধ্যে কাহারো দুই এক ঘর যজমান, কাহারো দুই এক ঘর শিষ্য আছে। কিন্তু আজকাল গোধনপুরের ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের আর পূর্ব্বের মত সুখ শান্তি নাই। গ্রামের গোয়ালিনীদের গায় সোণাদানা দেখিয়া তাঁহাদের আর খাইয়া পরিয়া সুখ হয় না। তাঁহারা চোক বুজিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করেন বটে, কিন্তু সাবিত্রীর পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি না দেখিয়া কেবল সাবিত্রী, গায়ত্রী, দামিনী যামিনী প্রভৃতি গোপবালাদিগের মোটা মোটা কালোকোলো হাতের মোটা মোটা সোণার তাগা, বড় বড় হুকুপাকের বাঘমুখ বালা দেখিয়া থাকেন। রাত্রে শয়ন করেন বটে, কিন্তু ঘুমের সহিত আর বড় একটা সম্পর্ক নাই, গৃহিণীদিগের বক্তৃতা শুনিতেই রাত্রি কাবার হইয়া যায়। কাহারো গৃহিণী বলেন—"দেখ, কাল অবধি আমি খোকার জন্য দুধ লইব না।" কর্ত্তা যদি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন?'—অমনি গৃহিণী ক্রুদ্ধ ফণীর ন্যায় মাথা তুলিয়া

চোক্ ঘুরাইয়া বলেন—"কেন, কিছু জান না? দেখলে না, আজ সকালে তরঙ্গিণী ছুঁড়ী দুধ দিতে এসে আমার হাতে পিতলের বালা দেখে ঠাট্টা করে জিজ্ঞাসা কল্লে, 'হ্যাগা মাঠাক্রুণ, তোমার ও কয় গণ্ডা টাকার বালা গা? তা এ'ত দুধ দিতে আসা নয়, আমাদিগকে অপমান কর্তে আসা। আমি কাল থেকে আর দুধ লব না, তা তোমার ছেলে বাঁচুক আর মরুক, তুমি যা জান করিও।" কাহারও সুন্দরীর কাঁচা বয়স, সন্তানাদি হয় নাই, তিনি স্বামীকে শাসাইয়া বলেন—"দেখ, তোমাদের বাগ্দী গোয়ালার দেশ, এখানে বাগ্দিনী গোয়ালিনীদের অহঙ্কারে মাটীতে পা পড়ে না, ইচ্ছা হয় একটা বাগ্দীর মেয়ে কি একটা গোয়ালার মেয়ে লইয়া থেকো, আমি কাল কলিকাতায় আমার ভগ্নীপতির বাসায় চলে যাব।" এইরূপ এখন গোধনপুরের ভদ্রপল্লীতে প্রতি ঘরেই হইয়া থাকে। অতএব এত কালের পর গোধনপুরের ব্রাহ্মণকায়স্থদিগের সুখশান্তি ঘুচিয়া গেল। এত কালের পর, ইংরেজের ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতে পাশ্চাত্য সভ্যতার মহাকেন্দ্র কলিকাতার প্রসাদে যেমন অন্যান্য অসংখ্য গ্রাম-উপগ্রামের, তেমনি এই ক্ষুদ্র গোধনপুরের ভদ্রসন্তান আজ সোণারূপার জন্য অস্থির। সোণারূপাকে দেবতা ভাবিয়া সেই দেবতার বিদ্যুৎপ্রভ হাসি-মুখখানি দেখিবার জন্য জমিজমা, যজমানশিষ্য, পাঁজিপুথি ছাড়িয়া কলিকাতারূপ মহাতীর্থাভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিল। এমন তীর্থযাত্রা ভারতবাসী আর কখন করে নাই! তীর্থপ্রধান কলিকাতার কাছে কাশী, গয়া, প্রয়াগ, পুষ্কর, হরিদ্বার, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, কুরুক্ষেত্র পুরুষোত্তম প্রভৃতি সেকেলে তীর্থ অতি তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর। আজ সে সব

তীর্থ ভুলিয়া ভারতবাসী কলিকাতারূপ মহাতীর্থাভিমুখে প্রধাবিত। বল দেখি, আজ ভারত জগতে ধন্য কি না? যদি বল—না, আমি বলিব—তুমি Civilization-এর অর্থ এখনও বুঝ নাই—প্রকৃত religion কাহাকে বলে, তাহা তোমার শিখিতে এখনও বাকি আছে। প্রকৃত religion-এর পুরুষোত্তম London, Paris তাহার বৃন্দাবন, কলিকাতা তাহার গয়া। সেই নূতন গয়াধামে হিন্দুমাত্রেই আজ পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতেছেন।

২

গোধনপুরে উমাপতি ভট্টাচার্য্যের বাস। ব্যাকরণানুসারে উমাপতির স্ত্রীর নাম উমা হওয়া উচিত। কিন্তু বোধ হয় যে, ব্যাকরণের সহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বড় একটা সদ্ভাব ছিল না। তাই শত্রুকে জ্বালাতন করিয়া গোধনপুর হইতে তাড়াইবার অভিপ্রায়ে উমাপতি ঠাকুর আপনার ব্রাহ্মণীকে উমা বলিয়া না ডাকিয়া দুর্গামণি বলিয়া ডাকিতেন। পৌরাণিক ইতিহাসানুসারে দুর্গাও যে, উমাও সে। অতএব স্ত্রীকে দুর্গামণি না বলিয়া উমা বলিয়া ডাকিলে ইতিহাস উমাপতির কাছে সম্মানিত বই অপমানিত হইত না। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীমাত্রই জানেন যে, যেখানে শত্রুতা, সেখানে ইতিহাসের শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে,—যেমন মিলের হাতে ভারতের ইতিহাসের শ্রাদ্ধ, আর মার্শম্যানের হাতে বাঙ্গালার ইতিহাসের শ্রাদ্ধ। অতএব শত্রুতাবশত উমাপতিও ইতিহাসের শ্রাদ্ধ করিলেন, দুর্গামণিকে কোন ক্রমেই উমা বলিতে স্বীকৃত হইলেন না। নাই হউন—দুর্গামণি সাধ্বী—তিনি মনের দুঃখ মনে রাখিয়া দুর্গামণি নামেই উমাপতি ভট্টাচার্য্যের ঘর আলো করিয়া পাতিব্রত্যধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন এবং সে

ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সকল কর্ত্তব্য পালনে তিনি যে বিশেষ যত্নবতী ছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ অতি শীঘ্র শুভ দিনে শুভ ক্ষণে আপনার গর্ভরূপ বাগীচা হইতে পুত্ররূপ একটী ফল পাড়িয়া পতির হস্তে দিলেন। ফল পাইয়া পতি আহ্লাদগদগদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"আহা! ভগবান এত দিনে আমাকে ফলবতী করিলেন!" সূতিকাঘর হইতে "ক্ষীণাবলবৎ" স্বরে দুর্গামণি বলিলেন—"তা শুধু আমোদ কল্লে হবে না, আপনি যেমন পণ্ডিত, ছেলেটাকেও তেমনি পণ্ডিত করিতে হইবে।" উমাপতি কিছু বেশী গদগদ স্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ তা কর্‌বো বই কি, তা করবো বই কি, আমরা পুরুষানুকল্প পণ্ডিত।"

৩

গোধনপুরে অনেক গোয়ালার বাস, অতএব গোধনপুরের মাঠে অনেক চতুষ্পদ বিচরণ করিয়া থাকে। বোধ হয়, সেই কারণ বশত, পুত্র বংশের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবেন এইরূপ ভাবিয়া, উমাপতি পুত্রের নাম রাখিলেন—পশুপতি ভট্টাচার্য্য। বংশধর সম্বন্ধে এইরূপ ভাবিবার কারণও ছিল। পশুপতি ভট্টাচার্য্যের কোষ্ঠীতে আচার্য্য লিখিলেন যে, কালে পশুপতি এক জন মহা পরাক্রমশালী দিগ্বিজয়ী মহা পুরুষ হইবে। উমাপতি এবং তাঁহার ব্রাহ্মণীর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা যথাকালে পশুপতিকে পাঠশালায় পাঠাইয়া দিলেন। পশুপতির পড়াশুনায় অত্যন্ত মনোযোগ। সে প্রত্যহ লিখিবার তালপাতা ছিঁড়িয়া ফেলে; ফেলিয়া, লিখিবার সময় না লিখিয়া তালগাছে তালগাছে তালপাতা কাটিয়া বেড়ায়। প্রত্যহ চারি পাঁচটা করিয়া কলম ভাঙ্গিয়া ফেলে, বাপ মাকে বলে "লিখে লিখে কলম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে," তার পর পাঠশালায়

যাইবার নাম করিয়া বাঁশবনে গিয়া কঞ্চি কাটিয়া বেড়ায়, আর কঞ্চিতে আমের আটা মাখাইয়া আটাকাটি করিয়া টীয়াপাখী ধরে। প্রত্যহ এক এক দোয়াত কালি কাপড়ে ঢালিয়া বাড়ীতে আসিয়া বলে যে, "লিখিয়া লিখিয়া কালি ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ কালি তৈয়ার না করিলে কাল পাঠশালায় যাওয়া হবে না।" মা আহ্লাদে আটখানা হইয়া মুঠা মুঠা চাল বাহির করিয়া দেন, ছেলে এক বেলা ধরিয়া তাই সিদ্ধ করে, আর কাল হাঁড়ির ভুষা লইয়া কালি প্রস্তুত করে। গুরুমহাশয় সব ছেলের কাছে চাল, দাল, তামাক, আলু, বেগুণ, বড়ি প্রভৃতি আদায় করেন, কেবল পশুপতির কাছে পারেন না। অতএব পশু-পতিকে জব্দ করিবার জন্য তিনি এক দিন উমাপতিকে বলিয়া দিলেন যে, "পশু প্রায়ই পাঠশালায় আসে না, যে দিন আসে, সে দিন আপনিও ভাল করিয়া লেখাপড়া করে না, অপর ছেলেকেও লেখাপড়া করিতে দেয় না।" কথাটা উমাপতির বড় বিশ্বাস হইল না। পণ্ডিতের বংশে জন্মিয়া ছেলে পড়াশুনা করে না, এ ও কি কথা। তথাপি সোণার চাঁদকে ডাকিয়া একবার বলিলেন—"পশুবাবা, তোমার গুরুমহাশয় বলেন, তুমি ভাল করিয়া লেখাপড়া কর না—লেখাপড়া করিও, দেখ, বাবা, যেন আমাদের বংশের অপকলঙ্ক না হয়।" পশুপতি ভাবিল যে, গুরুমহাশয়কে জব্দ করিতে হইবে। অতএব সেই দিন হইতে প্রত্যহ বাড়ীতে দুই ছিলিম করিয়া তামাক চুরি করিয়া গুরুমহাশয়কে দিতে আরম্ভ করিল। তখন গুরুমহাশয়ের মুখে পশুপতির বিদ্যাবুদ্ধির প্রশংসা আর ধরে না। পশুপতিও দিন পাইয়া গুরুমহাশয়ের মাথায় চড়িতে আরম্ভ করিল। সে এক দিন সন্ধ্যার সময় দেখিল যে, গুরুমহাশয় গ্রামের

প্রান্তে এক খানা ভাঙ্গা ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার পশ্চাৎ একটী অল্পবয়স্কা স্ত্রীও সেই ঘরে প্রবেশ করিল। উভয়ে প্রবেশ করিলে পর স্ত্রীলোকটার গায় একটা ঢিল পড়িল। স্ত্রীলোকটা হন্ হন্ করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। দূরে পশুপতি চেঁচাইয়া উঠিল—'সাবিত্রী দিদি কোথায় যাচ্ছিস্?" আর এক দিন গুরুমহাশয় ধৌত বস্ত্র পরিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতে ছিলেন, পথের ধারে গাছের উপর থাকিয়া পশুপতি তাঁহার গায় একরাশি ধূলা এবং এক প্রকার সুগন্ধি জল ঢালিয়া দিয়া গাছের পাতার ভিতর লুকাইয়া রহিল। অন্ধকার হইলে সে প্রায়ই গুরুমহাশয়ের কাছা ধরিয়া টানে, গুরুমহাশয় ধূলায় পড়িয়া দেশের ছেলের পিতামাতার সম্বন্ধে নানা প্রকার মিষ্ট কথা কহিতে থাকেন, সেই অবসরে পশুপতি উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইতে চেঁচাইতে পলায়ন করে—

আয়রে সব দেখ্‌বি আয়
বুড় গরু ধূলা খায়।

পাঠশালা গুরুমহাশয়ের রাজ্য। পাঠশালার ছেলে সে রাজ্যের প্রজা। রাজার কৃপায় সে সকল প্রজার মধ্যে কাহারো কখন চাকুরির অভাব হয় না। কেহ রাজার পা টিপিয়া দেয়, কেহ রাজার পাকা চুল তুলিয়া দেয়, কেহ রাজার রন্ধনের নিমিত্ত কাঠ কুড়াইয়া দেয়, কেহ রাজাকে বাতাস দেয়, কেহ রাজার বাসন মাজে, কেহ রাজার হুঁকাবরদার, কেহ রাজার গামছা-বরদার, কেহ রাজার জুতাবরদার, কেহ রাজার গোয়েন্দা। গোধন-পুরের গুরুমহাশয়েরও দুই এক জন, গোয়েন্দা ছিল। তাহারা গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিল যে, সে দিন পশুপতি শ্রীমতী সাবিত্রী গোয়ালীনীর গায় ঢিল ফেলিয়া মাসিয়া ছিল। শুনিয়া গুরু-

মহাশয়ের ভয় হইল, পাছে পশুপতি সাবিত্রী-সম্বাদটা বেশী প্রচার করিয়া দেয়। তিনি সেই দিন অবধি পশুপতিকে কিছু বেশী আদর করিতে লাগিলেন। অতএব পশুপতি যা লেখাপড়া করিত, তাও আর এখন করে না। সমস্ত দিন খেলাইয়া ও গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েকে ঠেঙ্গাইয়া বেড়ায়, এক আধ বার যখন পাঠশালায় যায়, তখনও গুরুমহাশয়ের কোলে বসিয়া গুরুমহাশয়ের প্রদত্ত মুড়কীর মোয়া খায়। আবার মধ্যে মধ্যে, কি কারণে ঠিক বলিতে পারি না, সাবিত্রী গোয়ালিনী তাহাকে ধরিয়া আপন বাড়ীতে লইয়া গিয়া, মোটা মোটা দুধের সর আর বড় বড় ক্ষীরের লাড়ু খাওয়ায়। মনের আনন্দে এবং খাওয়ার সুখে পশুপতি যথার্থই দিব্য কান্তিপুষ্টি লাভ করিতে লাগিল। তাহাকে ফাঁপিতে দেখিয়া গুরুমহাশয়েরও ভয় বাড়িতে লাগিল, আর সাবিত্রী গোয়ালিনীর আহ্লাদ বাড়িতে লাগিল, কেন—তাহা সেই পাপিষ্ঠাই জানে। তা সাবিত্রীকে নরকে পাঠাইয়া একবার আমাদিগকে গোধনপুরের পাঠশালায় যাইতে হইতেছে। সেখানে আজ একটী ঘটনা ঘটিতেছে, যাহার ফল, পশুপতির অদৃষ্টচক্র ছাড়াইয়া উঠিয়া সমস্ত ভারতবর্ষে অনুভূত হইবে। পশুপতি গুরুমহাশয়ের মোয়া খাইবার জন্য পাঠশালায় আসিয়াছে। গুরুমহাশয়ের কোলে বসিয়া মোয়া খাওয়া শেষ হইলে পর, গুরুমহাশয় পশুতির দাড়ি ধরিয়া আদর করিয়া বলিলেন;—"পশুবাবা, তুমি আমার সোণার চাঁদ, তোমার মতন ছেলে কখন জন্মায় নাই। তা, বাবা, আজ একবার তোমার বাপের এক ছিলিম তামাক আনিয়া আমাকে খাওয়াও দেখি।" পশুপতি গুরুমহাশয়ের কলিকাটি লইয়া বাড়ী গেল। বাপের তামাক এক ছিলিম চুরি করিয়া সাবিত্রী গোয়ালিনীর ঘরে

বসিয়া দিব্য করিয়া তাহা খাইল। পরে খালি কলিকা লইয়া পাঠশালার পিছনে বসিয়া খানিক ক্ষণ কি করিল, কেহ দেখে নাই, কেবল একটী গোয়েন্দা ছেলে আড়ালে থাকিয়া দেখিল। তারপর কলিকায় একটু আগুণ দিয়া পাঠশালায় গিয়া গুরুমহাশয়কে কলিকাটি দিল। কলিকাটি হুঁকায় বসাইয়া তদগত চিত্তে গুরুমহাশয় হুঁকায় টান দিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক টান দিলেন, কিন্তু ধূমোদ্গম হইল না। দশ বারটা দম দিলেন, তবুও ধূমোদ্গম নাই। তখন ভট্টাচার্য্যপাড়ার পঞ্চানন ন্যায়বাগীশের কাছে এক দিন যে ধূম-বহ্নি সম্বন্ধীয় ন্যায় শাস্ত্রের শ্লোক শুনিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া ভাবিলেন যে, যখন ধূম নাই, তখন বহ্নিও নাই। কিন্তু কলিকা নামাইয়া দেখিলেন যে, আগুণ গণ গণ করিতেছে। তখন মনে মনে বুঝিলেন যে, ন্যায়শাস্ত্রটা সমস্তই মিথ্যা। তা ন্যায়শাস্ত্র মিথ্যা হইলে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, কিন্তু তামাক ছিলিমটা যে বৃথা হইল, এ বড় দুঃখের কথা। সে দুঃখ চাপিয়া রাখিতে নিতান্তই অক্ষম হইয়া গুরুজী ভয়ে ভয়ে পশুপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা পশু, কেমন তামাক সাজিয়াছিলে বাবা?" পশুপতি সজোরে বলিল—"কেন মহাশয়, খুব এক ছিলিম তামাক সাজিয়াছি।" তখন সেই গোয়েন্দা বালকটী উঠিয়া বলিল "না মহাশয়, ও ত তামাক সাজে নাই, ও শুকনা পেঁপে পাতা সাজিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া পাঠশালার সমস্ত ছেলে একেবারে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দুর্ভাগ্যক্রমেই হউক, আর সৌভাগ্যক্রমেই হউক, সাবিত্রী গোয়ালিনী সেই সময় গুরুমহাশয়কে দুধ দিতে আসিয়াছিল, সেও খিল্ খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সাবিত্রীকে হাসিতে দেখিয়া

গুরুমহাশয়ের কিছু রাগ হইল। তিনি চোক রাঙ্গাইয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন—"পশুপতি, তুই বড়ই দুষ্ট হইয়াছিস্, এইখানে চারি হাত জমি মাপিয়া নাকে খত দে।" পশুপতি কোন কথাটি না কহিয়া দশ হাত জমি মাপিল। মাপিয়া পরিধেয় বস্ত্রখানি খুলিয়া রাখিল। যেন নাকে খত দিতেছে, এইরূপ ভঙ্গি করিয়া, নাকে খত না দিয়া, এ ছেলে ও ছেলের পানে চাহিয়া দিব্য করিয়া হাসিয়া লইল। তারপর সাত আট হাত জমি বাকি থাকিতে একটা প্রকাণ্ড ডিগ্‌বাজী খাইয়া একেবারে গুরুমহাশয়ের মাথা ডিঙ্গাইয়া, তাঁহার পিছনে দশ হাত তফাতে গিয়া দাঁড়াইল। পাঠশালার সমস্ত ছেলে আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সাবিত্রী ঠাকুরাণী হাসিতে হাসিতে দেখিলেন যে, গুরুমহাশয় ভয়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। ডিগবাজী খাইবার সময় পশুপতি তাঁহার মস্তকোপরি যে অমৃতধারা ঢালিয়া গিয়া গিয়াছিল, তৎ-প্রতি লক্ষ্যই নাই। সাবিত্রী দেখিয়া বলিল—"যাও আর একবার নেয়ে এস গে।" যেন চট্‌কাভাঙ্গা হইয়া গুরুমহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন, আবার নাইব কেন?" সাবিত্রী বলিল—"দেখ, মুখে হাত দিয়া দেখ।" তখন 'রাম, রাম' বলিয়া গামছা লইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে গুরুমহাশয় স্নানে গমন করিলেন। পাঠশালার সমস্ত ছেলে হৈ হৈ করিতে করিতে তাঁহার পিছে পিছে চলিল। এদিকে সাবিত্রী ঠাকু-রাণী আহ্লাদে আটখানা হইয়া পশুপতিকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার কচি ঠোঁটে চুমো খাইতে খাইতে আপন বাড়ীতে চলিয়া গেল।

৪

এক ঘণ্টার মধ্যেই অপূর্ব্ব ডিগবাজী-বার্ত্তা সমস্ত গোধনপুর গ্রামে প্রচারিত হইল। অতএব উমাপতি ভট্টাচার্য্য এবং দুর্গামণি দেবীও যথাসময়ে সে সম্বাদ প্রাপ্ত হইলেন। সম্বাদ পাইয়া উমাপতির প্রথমে পুত্রের স্বভাবচরিত্র সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ জন্মিল এবং ডিগবাজীর ভীষণমূর্ত্তি দেখিয়া গুরু মহাশয়ের যেরূপ ভয় হইয়াছিল, তাঁহারো মনে কিয়ংপরিমাণে সেইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি আস্তে আস্তে দুর্গামণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলি, ও ব্রাহ্মণি, ছেলেটা কিছু খারাপ হয়েছে বোধ হইতেছে না?" ব্রাহ্মণী, ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী, ভাতের হাঁড়ির কাটিটা আস্ফালন করিয়া সদর্পে উত্তর করিলেন—"কেন, খারাপ আবার কিসে দেখলে? একটা ডিগবাজী খেয়েছে বৈ ত নয়। তা ওর ঠিকুজীতে ত লেখাই আছে যে, ও খুব বীর হবে। এ'ত আহ্লাদের কথা।" ঠিকুজীকোষ্ঠী সত্ত্বেও তত বড় ডিগবাজীতে উমাপতি বড় একটা আহ্লাদের কারণ দেখিতে পাইলেন না। অতএব ডিগবাজীর ভয়ের উপর আবার ব্রাহ্মণীর ভাতের কাটির ভয় উপস্থিত হইল। পাছে গৃহিণীর হস্তস্থিত ভাতের কাটিটাও ডিগবাজী খাইয়া ফেলে, সেই ভয়ে একটু official রকম হাসি হাসিয়া, উমাপতি উত্তর করিলেন—"হাঁ, তুমি যা বলিতেছ, তাই বটে, তাই বটে।" সেই দিন বৈকালে গ্রামের বিজ্ঞ এবং প্রাচীনেরাও দুর্গামণির মত সমর্থন করিলেন। ভবদেব ঘোষ মহাশয়ের শিবের মন্দিরের রোয়াকে বসিয়া ন্যায়বাগীশ মহাশয় ডিগবাজী-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন যে "সত্যযুগে পবননন্দন হনুমান লম্ফ দিয়া সাগর পার

হইয়া স্বর্ণময় লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমাদের গুরুমহাশয় জলের সাগর না হউন, বিদ্যার সাগর বটে”— শ্রোতারা বলিয়া উঠিলেন, “তা বটেই ত, তা বটেই ত, এই সে দিন তিনি, সাবিত্রী গোয়ালিনীর কয়টা গরু, না দেখিয়াই বলিয়া দিলেন”—ন্যায়বাগীশ মহাশয় বলিতে লাগিলেন—“তা, এই যুগশ্রেষ্ঠ কলিযুগে উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র পবননন্দনের অবতার। সে অক্লেশে গুরুমহাশয়রূপ বিদ্যার সাগর লম্ফ দিয়া পার হইয়াছে। অতএব সে স্বর্ণময় কলিকাতায় গিয়া প্রচুর ধনরত্ন উপার্জ্জন করিবে।” উপরে দেখা গিয়াছে যে, আজকাল গোধনপুরে যুগবিপ্লব ঘটিয়াছে; আজকাল গোধনপুরের ব্রাহ্মণ কায়স্থ সকলেই সোণা রূপার জন্য লালায়িত। অতএব পণ্ডিতপ্রধান ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের ডিগ্‌বাজী-তত্ত্বের সময়োপযোগী ব্যাখা সকলেরই মনে লাগিল। সকলেই বলিলেন—“ন্যায়বাগীশ মহাশয় যাহা বলিতেছেন, তাহা কি কখন মিথ্যা হয়? মূড়াগাছার জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পর ওঁর মতন পণ্ডিত আর ভারতে জন্মায় নাই। উনি ঠিকই বলিয়াছেন। বলি, ও উমাপতি, ছেলেটিকে কলিকাতয় রাখিয়া কিঞ্চিৎ ইংরেজী লেখাপাড়া শেখাও। ও হতে তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে, তোমার বংশ উদ্ধার হবে।” উমাপতি বাড়ীতে গিয়া গৃহিণীকে এই সকল কথা জানাইলেন। গৃহিণী বলিলেন—“তা, আমিও ত তাই বলিতেছিলাম। এখন এক কাজ কর, আর দেরি করিও না, শীঘ্র পশুপতিকে কলিকাতার একটা স্কুলে পড়িতে দেও।” তখন শ্রীউমাপতি ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীমতী দুর্গামণি দেবী উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, পটলডাঙ্গার কাঙ্গালিচরণ চক্রবর্ত্তী নামক

তাঁহাদের যে এক জন যজমান আছেন, তাঁহাকেই পশুপতিকে লেখাপড়া শেখাইবার ভার অর্পণ করিবেন।

৫

পর দিবসেই উমাপতি ভট্টাচার্য্য কাঙ্গালিচরণের বাসায় আবির্ভূত হইয়া কাঙ্গালিচরণকে এবং কাঙ্গালিচরণের পিতা, পিতামহ প্রভৃতিকে তেত্রিশ কোটী দেবতার উপরে আসন প্রদান করিয়া নিজ বক্তব্য স্থাপন করিলেন। এবং কাঙ্গালিচরণকে ইহাও বলিলেন,—'আমার পশুপতির পণ্ডিতের বংশে জন্ম, তাহার মেধা অসাধারণ, তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতে অধিক ব্যয়ও হইবে না, অধিক সময়েও লাগিবে না। অতএব, বাপু, তুমি যদি কিঞ্চিৎ ব্যয় করিয়া আমার ছেলেটিকে মানুষ করিয়া দেও, তাহা হইলে আমি তোমাকে চিরকাল আশীর্ব্বাদ করিব এবং তুমিও তোমার সেই পুণ্যবলে তুচ্ছ দেবলোক ত্যাগ করিয়া দেবদুর্ল্লভ দৈত্যলোক প্রাপ্ত হইবে।" কাঙ্গালিচরণ উমাপতির ন্যায় পণ্ডিত নন, অতএব দৈত্যলোকের মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া কিঞ্চিৎ কাল হাঁ করিয়া থাকিয়া পরে উত্তর করিলেন;—

দেখুন, আমার সময় এখন বড় ভাল নয়, বিশেষ আপনি জানেন যে, সম্প্রতি যে মেয়েটীর বিবাহ দিয়াছিলাম, সেটি বিধবা হইয়াছে। সে জন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত কাতর আছি। আবার দুই চারি মাসের মধ্যে ছোট মেয়েটির বিবাহ দিতে হইবে। তাহাতেও সমূহ ব্যয়। তা, আমি আপনার ছেলেটিকে আমার বাসায় রাখিব এবং তাহার খোরাক পোষাক দিব, আপনি কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া তাহার ইস্কুলের বেতন এবং পুস্তক ইত্যাদির ব্যয় কোন রকমে সংগ্রহ করুন।" উমাপতি

ভট্টাচার্য্য মূর্খ ও সঙ্গতিহীন বটে, কিন্তু সচরাচর তাঁহার ন্যায় মূর্খ ও সঙ্গতিহীন ব্রাহ্মণঠাকুরেরা দাতার দুঃখের কথায় আপন আপন কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া নিজের দুঃখের কথা দাতার কর্ণে যেমন গুঁজিয়া গুঁজিয়া দেন, তিনি তেমন করিলেন না। তিনি কিছু ভাল মানুষ। অতএব কাঙ্গালি বাবু যতটুকু সাহায্য করিতে স্বীকার করিলেন, তাহাতেই সন্তোষ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্মণকুল-তিলক শ্রী উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাঙ্গালি বাবুর বাটী হইতে বাহির হইয়া অনতিদূরে একটা অতি অপকৃষ্ট এবং অপযশদূষিত পল্লীতে প্রবেশ করিলেন। কাহার নিকট গেলেন, তাহা আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না। এই পর্য্যন্ত বলিব যে, দুই ঘণ্টা কাল পরে পেট টি বেশ উচ্চ করিয়া এবং মোটা ঠোঁট দুইটা লাল টক্ টকে করিয়া, শ্রীযুক্ত উমাপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনরায় কাঙ্গালি বাবুর বাসায় আবির্ভূত হইয়া কাঙ্গালি বাবুকে জানাইলেন যে " আমার একটি প্রাচীনা এবং সঙ্গতিপন্না ব্রাহ্মণী শিষ্যা ইস্কুলের মাহিয়ানা এবং পুস্তক ইত্যাদি ক্রয় করিবার খরচ দিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন"। শুনিয়া কাঙ্গালি বাবু বলিলেন—"তবে আপনার যে দিন ইচ্ছা হয়, সেই দিন পশুপতিকে এখানে পাঠাইয়া দিবেন"।

দ্বিতীয় ভাগ।

১

পশুপতি, কাঙ্গালি বাবুর বাসায় থাকিয়া লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু লেখাপড়ায় তাহার পূর্ব্বেও যেমন মন ছিল, এখনও তেমনি মন। সে প্রাতে নয়টার পূর্ব্বে ইস্কুলে

গিয়া কপাটি খেলে, ইস্কুল বসিলে পর এক আধ বার কেলাশে যায়, বাকি সময় মালীর ঘরে বসিয়া মিঠাই ও তামাক খাইয়া কাটাইয়া দেয়। মধ্যে মধ্যে গোধনপুরে যায়, আর সাবিত্রী গোয়ালিনীর নিকট হইতে টাকা আনিয়া মনের সাধে খায় আর থিয়েটর দেখিয়া বেড়ায়। এইরূপে আট বৎসর কাটিয়া গেল। তার পর পশুপতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিল। পরীক্ষাগৃহে তাহার পাশে একটী ক্ষীণকায় ও ভীরুস্বভাব বালক বসিয়া লিখিতেছিল। তাহাকে মারপিটের ভয় দেখাইয়া, তাহার নিকট যত পারিল তত জানিয়া লইয়া এবং বাকি লুকায়িত পুস্তক দেখিয়া লিখিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। শুধু উত্তীর্ণ হইল তা নয়, একটী ছাত্রবৃত্তিও পাইল। তখন কাঙ্গালি বাবুর পরামর্শে উমাপতি ভট্টাচার্য্য পুত্রের একটী বিবাহ দিলেন। কন্যাটী পরম রূপবতী এবং গুণবতী। কন্যার পিতার অবস্থা বড় ভাল নয়। তথাপি 'পাস' করা জামাতা পাইলেন বলিয়া ঋণ করিয়া কন্যাকে কতকগুলি সোণা-রূপার অলঙ্কার এবং কন্যার শ্বশুরকে কিছু নগদ টাকাও দিলেন। উমাপতি ভট্টাচার্য্যের এবং তাঁহার ভার্য্যা শ্রীমতী দুর্গামণি দেবীর জন্ম সার্থক হইল। এখন বীরপ্রধান বাঙ্গালীর জীবন এই রকম করিয়াই সার্থক হইয়া থাকে।

২

এদিকে শ্রীমান্ পশুপতি ভট্টাচার্য্য দেখিলেন যে, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে এবং তিনি একটা 'পাস'ও করিয়াছেন। অতএব তিনি এখন একটা মানুষ—একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত বলিলেই হয়। অতএব আর পড়াশুনা অনাবশ্যক, বৃথা valuable

সময় নষ্ট করা বই নয়। বাবু যে কখনও পড়াশুনা করিয়াছিলেন, তা নয়। তবে আগে কাঙ্গালি বাবুর ভয়ে সকালে ও সন্ধ্যাকালে একটুকু আধটুকু বিড় বিড় করিতেন, এখন তাও বন্ধ করিলেন। এখন তিনি ছাত্রবৃত্তি পান, মনে করিলেই স্বয়ং বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতে পারেন, অতএব আর কাঙ্গালি বাবুকে ভয় করেন না। তবে যে এখনও কাঙ্গালি বাবুর বাসায় থাকেন, তাহার কারণ এই যে, তিনি এখন সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ সঙ্কল্প করিয়া, পরোপকার ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন। পরোপকার করিতে হইলে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া পরকে দিতে হয়, ইহা তিনি পুরাণ ও ইতিহাসের গল্প শুনিয়া বুঝিয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে, রামচন্দ্র বালি রাজার রাজ্য আপনি না লইয়া সুগ্রীবকে দিয়াছিলেন; ক্ষুধার্থ অল্‌ফ্রেদ আপনি রুটীখানি না খাইয়া পরকে খাইতে দিয়াছিলেন এবং তৃষ্ণাতুর সর্‌ ফিলিপ সিদ্‌নি আপনি জলটুকু না খাইয়া অপরকে খাইতে দিয়াছিলেন। অতএব ঐতিহাসিক প্রথামত পরোপকার ব্রত পালনার্থ, তিনি আজকাল আপনাকে লেখাপড়ায় বঞ্চিত করিয়া, কাঙ্গালি বাবুর হিতার্থ তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয়া বিধবা কন্যা শ্রীভ্রষ্টা (কেন না পতিহীনা) কুঞ্জকামিনী দেবীকে অধিক রাত্রে গোপনে লেখাপড়া শিখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। গোপনে লেখাপড়া শিখাইবার কারণ এই যে, সকলকে জানাইয়া পরোপকার করিলে ধর্ম্ম নিষ্কাম না হইয়া স্বার্থদূষিত হয়। এ রকম দুই চারিটা বড় বড় নীতিসূত্র পশুপতি বাবুর সংগ্রহ করা ছিল, কেননা তিনি যে শ্রেণীর patriot, তাহাদিগের মধ্যে ঐরূপ সংগ্রহ করা আজকাল একটা পাকা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঘরের বাহিরেও পশু-

৩

এইরূপে দুই এক মাস তর্কের পরেই সভ্যগণ প্রায় সকল বিষয়েই স্থিরসিদ্ধান্ত হইলেন। প্রায় সকল বিষয়েই সে সিদ্ধান্তের অর্থ—উদ্ধার। ধর্ম্মের উদ্ধার, নীতির উদ্ধার, জাতির উদ্ধার, দেশের উদ্ধার, বালবধূর উদ্ধার, বালবিধবার উদ্ধার, সমস্ত ভারতমহিলার উদ্ধার, বিদ্যার উদ্ধার, অবিদ্যার উদ্ধার, উদ্ধার, উদ্ধার, উদ্ধার। এখন হইতে সেই মহাবল-মহাকায়-পশু-পরিচালিত, অসীম-মহিমাময় Pataldanga Debating Clubএ উদ্ধার শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শুনিতে পাওয়া যায় না—এখন হইতে সেখানে উদ্ধার ভিন্ন আর কিছু কলিকা পায় না। এক দিন পশুপতি বাবুর ক্লবে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করা হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে পর, পশুপতি বাবুর আমন্ত্রণে সভ্যেরা নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক জন বলিলেন—"আমার মতে বাঙ্গালা সাহিত্যের ঘোর দুর্দ্দশা উপস্থিত"।

আর এক জন অমনি বলিলেন—"আমারও সেই মত!"

তখন এক এক জন করিয়া সমস্ত সভ্য বলিলেন—"আমাদের সকলেরই সেই মত।"

শুনিয়া পশুপতি বাবু উঠিয়া বলিলেনঃ—

"সভ্য মহাশয়গণ, আপনারা আপনাদের দেশপ্রসিদ্ধ বিচক্ষণতা এবং বাগ্মিতাপুরঃসর যে মত প্রকটন করিলেন, আমিও সেই মতের মতানুযায়ী। দেখুন, বঙ্কিম বাবুর লেখা কত খারাপ। তাঁহার চন্দ্রশেখর নামক নবন্যাসখানি এক রকমে অতি উত্তম, কেননা উহা সুদৈর্ঘ্যসম্পন্ন। কিন্তু উহার বহির্দ্দেশ মনলোভা হইলে কি হইবে, উহার অন্তঃপুর অতি

শোচনীয়রূপে জঘন্য (Hear, hear)। আপনারা একবার বিগলিতচিত্তে কায়মনোবাক্যে ভাবিয়া দেখুন, বঙ্কিম বাবু ঐ নবন্যাসে কি ভয়ঙ্কর ধর্ম্মের এবং নীতির এবং মনুষ্যত্বের বিপ্লব এবং বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি সেই সুশীলা, শোকাতুরা, জগজ্জনতাড়িতা, কুসুমিতা, কাতরতা শৈবলিনীকে একবার করাল হিন্দু zenanaর কবলিতা কণ্ঠ হইতে মহামতি, পরহিতৈষী Foster সাহেবের দ্বারা নিষ্কোষিত করিয়া পুনরপি তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিলেন।" (Hear, hear, এবং উচ্চৈঃস্বরে Shame! shame! এই সময়ে অনেকের চক্ষু বড় হইয়া ঘুরিতে লাগিল, অনেকে দাঁতখামাটি মারিয়া, ঘুসি ওঁচাইয়া অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিতে লাগিল - কোথা সে, কোথা সে—উঁঃ— উঁঃ—কাঁটালপাড়া! কাঁটালপাড়া! Shame এবং alas! alas!) বিক্ষুব্ধ সিন্ধু কিঞ্চিৎ প্রশান্তমূর্ত্তি ধারণ করিলে পর, সভাপতি মহাশয় পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"আবার দেখুন, বিষবৃক্ষে বঙ্কিম বাবু কি বুদ্ধির ধ্বজা উড়াইয়াছেন। চিন্তশালিনী, দুঃখিনী, পতিবিয়োগিনী জননী সূর্য্যমুখীকে সেই নরকযন্ত্রণাময়, নিদারুণ, নিষ্পীড়ন, নিবিঘ্ন, অবরোধময় zenana হইতে নিক্রান্ত দিয়া আবার তাহাকে তাহারই হৃদয়াভ্যন্তরে পুরিয়া রাখিলেন। (Hear hear)। সভ্য মহাশয়গণ, বঙ্কিম বাবুর আরো কিছু পরিচয় দিব। তিনি হীরা দাসীকে কতই না যন্ত্রণা দিয়াছেন! সে বালুকা-বিধবা! তাহার Physiological want কত! তা সে করিয়াছিলই বা কি? তথাপি সেই নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নিশানবাহী, নিষ্কলঙ্ক বঙ্কিম পরিচারিকাপ্রধান, পতিব্রতাচূড়ামণি হীরা মনোমোহিনীকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছেন! হায়! হায়! উঃ আর সহ্য হয় না!

বুক ফাটিয়া যায়! (Hear, hear, এবং উচ্চৈঃস্বরে বুক ফাটিয়া যায়! এবং সজোরে বুকে করাঘাত)। আবার সেই রমণীকুল-রত্ন, চিরদুঃখিনী, বিধবা-গরবিণী রোহিণী সুন্দরীকে চিত্তপটে আনয়ন কর। বঙ্কিম বাবু কিনা সেই অতুলজ্যোতি, পতিতপাবনী পুণ্যবতীকে সুখী করিয়া আবার গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিলেন! তাহাকে উদ্ধার করিয়া আবার বধ করিলেন! সভ্য মহাশয়গণ, বঙ্কিম বাবুর দ্বারা দেশের উদ্ধার হইবে না। তিনি হিন্দুরমণীর শত্রু—হিন্দু বিধবার শত্রু! তিনি আমার শত্রু, তোমার শত্রু, আমার স্ত্রীর শত্রু, তোমার স্ত্রীর শত্রু, তিনি শত্রুময়! তিনি দেশের শত্রু, ভারতের শত্রু, ভারতমাতার শত্রু! তাঁহার গ্রন্থাবলী বাঙ্গালা সাহিত্যের কলঙ্ক। তাঁহার গ্রন্থাবলী পোড়াইয়া ফেল।" (সকলেই চেঁচাইয়া উঠিল—'পোড়াইয় ফেল, পোড়াইয়া ফেল'—ঘরে একটা তাকে বঙ্কিম বাবুর কতকগুলা পুস্তক ছিল, তৎক্ষণাৎ সভ্যেরা সেই গুলা পোড়াইয়া ফেলিল। পোড়াইয়া বুক বাজাইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—We are Praotical men—আমরা যা বলি, তাই করি।) পশুপতি বাবু আবার বলিতে লাগিলেন:—"বঙ্কিম বাবুর আনন্দমঠই বা কি? তাহাতে দুই একটা উদ্ধারের কথা আছে বটে। কিন্তু সে গ্রন্থখানা ভীষণ কুসংস্কারময়। তাহাতে কেবল দুর্গা কালীর কথা, আর ন্যাঙটা বৈরাগীর হরেকৃষ্ণ আছে। ভারতোদ্ধার ন্যাঙটা বৈরাগীর কাজ নয়। নিরামিষ ভাত আর নিরামিষ জল খেয়ে লড়াই করা যায় না। ভারতোদ্ধার আমাদের কাজ।"

তখন সমস্ত সভ্য দাঁড়াইয়া, টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিল "আমাদের কাজ, আমাদের

কাজ"। এমন সময়ে এক জন সভ্য দ্রুতপদে আসিয়া বলিল—"মামা, মামা, ভুলিয়া গিয়াছ"। অমনি সেই ক্রোধাগ্নিপ্রজ্জ্বলিত যুবকবৃন্দ বুক চাপড়াইয়া "আমাদের কাজ, আমাদের কাজ" বলিয়া আরো চীৎকার করিতে করিতে মহাবেগে ক্লব-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। আমরা তখন সেখানে ছিলাম। কিছু ভয় পাইয়া সেই চিন্তাশীল দর্শটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ইহারা এইমাত্র বঙ্কিম বাবুর বই গুলি পোড়াইল, এখন কি স্বয়ং বঙ্কিমবাবুকে পোড়াইতে গেল না কি? দর্শক একটুকু মুচ্‌কি হাসিয়া ঘরে একটা ঘড়ি ছিল, তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"দেখিতেছেন না, রাত্রি নয়টা বাজে?" আমরা বলিলাম—"তাতে হ'ল কি?" দর্শক বলিলেন—"ও দিকে যে দোকান বন্ধ হয়।"

৬

কি দুর্ভেদ্য এবং রহস্যময় নির্ব্বন্ধবলে দিনের পর দিন আইসে বলিতে পারি না, কিন্ত দিনের পর দিন চলিয়া গিয়া আবার কলিকাতায় শনিবার আসিল, আবার সেই কলিকাতা নগরস্থ Pataldanga Debating Clubএর অধিবেশন হইল, আবার পশুপতিবাবু প্রভৃতি সেই সকল সভ্য ক্ষত এবং অক্ষত শরীরে সমবেত হইলেন, আবার সেই হতভাগ্য বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা উত্থাপিত হইল। পশুপতিবাবু বলিতে লাগিলেন;—

"দেখুন, সভ্য মহাশয়গণ, আগত শনিবার আমরা বঙ্কিম-বাবুর গ্রন্থ সম্বন্ধে একমতে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, সেই সকল গ্রন্থ অতি অপকৃষ্ট এবং অপদার্থ, যেহেতু তাহাতে উদ্ধারের কথা নাই এবং উদ্ধারের প্রতিকূলে অনেক উজ্জ্বলময় উদাহরণ উপস্থাপিত হইয়াছে। আজ আমি বলিতে চাই যে বঙ্গে, মূর্খ,

মেধাবতী মেষপালগণ যে হেমচন্দ্রকে কবিবর বলিয়া প্রখ্যাত করিয়াছেন, সে হেমচন্দ্র কবিবর নন, তিনি কপিবর (করতালি এবং হাস্য)। দেখবেন, মহাশূরগণ, আপনারা গূঢ় বিচক্ষণ করিয়া দেখবেন যে, হেমবাবুর পুস্তকেও উদ্ধারের কথা নাই। বঙ্কিমবাবুর ন্যায় হেমবাবুও উদ্ধারবিনাশী। শুধু তাই নয়, হেমবাবুর ন্যায় ভয়ানক, ভীষণ, ভীরু, ভূষণ্ডি ভূভারতে ভ্রমেও ভ্রূণহত্যা করিতে ভয় করে নাই। বলিতে লজ্জা হয়, যাঁহাকে আমরা বঙ্গের কপিবর বলিয়া আস্ফালন করি, তিনি কি ভীরু কি কাপুরুষ ! (Shame ! shame ! এবং মুষ্ট্যাস্ফালন) তিনি তাঁহাদের প্রথমভাগ কবিতাবলীতে একটী অতি সঙ্গতময়, সাহসময়, সম্ভ্রমসমুত্থান কবিতা ছাপাইয়া ছিলেন। আহা ! সেই ভারত-সঙ্গীত নামক সমুন্নত কবিতায় তিনি ভারতমাতার উদ্ধারের জন্য কত কান্নাই কাঁদিয়া ছিলেন। (সকলের ক্রন্দন।) কিন্তু হায় ! সে কবিতা এখন কোথায় ? বলি, স্বয়ং হেমবাবুকেই জিজ্ঞাসা করুন, সে কবিতা এখন কোথায় ? তিনি কি দুষ্ট, দুর্দ্দান্ত, দুর্ম্মতি, দুরভিসন্ধি, দুর্ব্বল সাহেবের ভয়ে তাহা চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখেন নাই ? চুরি করিয়া না রাখিলে হেমবাবুর দ্বিতীয় সংস্কারে তাহা দেখিতে পাই না কেন ? আপনারা নিশ্চয় জানিবেন, হেমবাবু চোর (Hear, hear)। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, হেমবাবু চোর ! (সকলে সমস্বরে—হেমবাবু চোর, হেমবাবু চোর)। তার পরে হেমবাবু আর উদ্ধারের কথা মুখেও আনেন নাই। বরং বঙ্কিমবাবুর ন্যায় একবার উদ্ধার করিয়া আবার অবরুদ্ধ করিয়াছেন। সভ্যমহিষগণ, হেমবাবুর সেই বৃত্রসংহার স্মরণ করুন। ইন্দ্রের অন্তঃপুর অবরুদ্ধা, সন্তা-

তা, শোচনীয়া শচী যদি বা সেই ভীষণ অন্তঃপুরস্বরূপ কারাগ হইতে পলাইয়া অরুচির মুখে একটুকু আধটুকু চাটনি দিবার পায় করিলেন, অমনি উদ্ধারবিনাশী হেমবাবু আসিয়া তাঁহাকে াবার সেই imprisonment করিবার নিমিত্ত কত চেষ্টাই রিলেন। কেন, সে শোচনীয় সতী হেমবাবুর কি রিয়াছিল যে, তাহার উপর তাঁহার এত রাগ? মামি নিশ্চয় বলিতেছি যে, সে হেমবাবুর কুৎসিৎ, কদর্য্য, করুণাময় অনুরোধ রক্ষা করে নাই বলিয়া সেই বালবিধবা শচীর উপর তাঁহার এত রাগ। এখনকার বাঙ্গালা গ্রন্থকর্ত্তারা Lord Byron-এর ন্যায় আপনাদের গ্রন্থে কেবল আপনাদেরই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। (এক জন সভ্যকে কিঞ্চিৎ ভ্রুকুঞ্চিৎ করিতে দেখিয়া)—কেন, আপনি কি একথা স্বীকার করেন না? তবে আরো অকাট্য প্রমাণ দিতেছি, শুনুন। হেমবাবু সম্প্রতি দশমহাবিদ্যা নামক যে এক খানি কাব্য ছাপাইয়াছেন, তাহা কি? আপনারা কি জানেন না যে, সেই কাব্যে তিনি দশজন বারবিলাসিনীর কথা লিখিয়াছেন? লিখিয়া পাঠকের চোকে ধূলা দিবার জন্য বেদান্তসংহিতার অবিদ্যা শব্দটা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি না? কিন্তু তিনি কি আমাদিগকে এমনি বোকা মনে করিয়াছেন যে, অবিদ্যা শব্দের যে একটা বারবিলাসিনী অর্থ আছে, তাহা আমরা জানি না? হায়! কি কুসংস্কার! কি স্পর্দ্ধা! তা, সভ্যমনুষ্যগণ বিবেচনা করুন, হেমবাবু এত বারবিলাসিনীর কথা কেমন করিয়া জানিলেন? অবশ্যই তাঁহার বারবিলাসিনীর সহিত কুৎসিত, কদর্য্য—আর না, সভ্য মহাশয়গণ, আর না, আর বলিতে পারি না, কে যেন পেটের ভিতর থেকে আমার

জিব টানিয়া ধরিতেছে, O it is the আঁকুশি of my pure virtuousness! অতএব আর না! তবে এইমাত্র বলিব যে, বার-বিলাসিনীর সহিত আমারাও আলাপ করিয়া থাকি; শুধু আলাপ কেন, প্রণয়ও করিয়া থাকি, এবং সুবিধা দেখিলে তাহাদের সহিত ঘরকন্নাও করি। কিন্তু আমাদের কথা এক, হেমবাবুর কথা আর। আমরা বারবিলাসিনীদিগকে উদ্ধার করিব বলিয়া তাহাদের সহিত প্রণয় করি। হেমবাবু কি জন্য তাহাদের সহিত প্রণয় করেন? তিনি উদ্ধারের যত প্রয়াসী, তাহা ত দেখাই গিয়াছে। তাই বলিতেছিলাম যে, এখানকার বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা আপন আপন গ্রন্থে কেবল আপনাদেরই শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। সভ্যমহাশয়গণ এখন অবশ্যই বোধগম্য করিয়াছেন যে, হেমবাবু একজন উদ্ধারবিনাশী, গণিকাবিলাসী, গর্হিত, গর্দ্দভ, গোবেচারা মানুষ (Hear hear, এবং বারম্বার করতালি।)

তার পর পশুপতি বাবু, নবিনচন্দ্র সেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গ্রন্থকার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সকল কথা লিখিবার আমাদের স্থান নাই—সে জন্য আমরা বড় দুঃখিত। কারণ, পশুমহাশয়ের ন্যায় সুবিজ্ঞ, সুপণ্ডিত, সুরুচিসম্পন্ন সমালোচকের সমস্ত কথা লিখিয়া রাখিতে পারিলে ভবিষ্যতে কাজ দেখিত। অতএব তিনি যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, যত সংক্ষেপে পারি, তাঁহারই কথায় তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম :—

"নবীন বাবুর নবীন বয়সে কিছু তেজ ছিল; এখন তিনি প্রাচীনের দলে পড়িয়াছেন। অতএব তাঁহার দ্বারা আর

তাহারও বা আর কিছুরই উদ্ধার হইবার প্রত্যাশা নাই। তাঁহার রঙ্গমতী পড়িলে বুঝা যায় যে, তিনি এখন কেবল পূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত করিতে সক্ষম।

কালীপ্রসন্ন বাবু এ জন্মটা চিন্তা করিয়াই কাটাইলেন—প্রমাণ "প্রভাত চিন্তা" এবং "নিভৃতচিন্তা"। কিন্তু আমাদের moral courage, আছে, চিন্তার বিষয় আমরা ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমরা কাজ খুঁজি। কালীপ্রসন্ন বাবু কোন কাজই করিলেন না। আমরা Practical men, কাজ চাই।

দ্বিজেন্দ্রবাবু ঠিক একটি সেকেলে দ্বিজবর— কূটকচালে দর্শন লইয়াই ব্যস্ত। তাঁহার নিকট উদ্ধারের কোন আশা নাই। তাঁহাকে যদি উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত করিতে হয়, তবে আগে তাঁহাকে দর্শন পথ হইতে উদ্ধার করিতে হইবে। সে ভয়ানক উদ্ধারকার্য্যে সফলতা লাভ করিতে যত প্রয়াস আবশ্যক, তাহার এক শতাংশ প্রয়াসে সহস্র হতভাগিনী বারবিলাসিনীকে উদ্ধার করা যাইতে পারে! আমরা Practical men, অতএব আমরা শেষোক্ত উদ্ধারকার্য্যেই নিযুক্ত হওয়া শ্রেয়ঃ মনে করি।

অক্ষয় বাবু খুব চোট চাট বলিতে পারেন বটে, কিন্তু তিনি অতি নির্ব্বোধ। তিনি এদেশ হইতে ম্যালেরিয়া জ্বর তাড়াইয়া দিতে চান—তাঁহার সাধারণী কেবল সেই কথা লইয়াই ব্যস্ত। তিনি বুঝেন না যে, যে দেশে লোকের উদ্ধারের দিকে মন নাই, সে দেশ ম্যালেরিয়া জ্বরে উৎসন্ন হওয়াই উচিত। অক্ষয় বাবু প্রকৃতদেশহিতৈষী নন। প্রকৃত দেশহিতৈষী হইলে, তিনি সাধারণীতে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অমন অনিষ্টকর আর্টিকেল না লিখিয়া বঙ্গদর্শনে দাবা, সতরঞ্চ, দশপঁচিশ, প্রভৃতি যথার্থ হিতকর বিষয়ে ভাল ভাল প্রবন্ধ লিখিতেন।

রবীন্দ্র বাবুকে কেহ কেহ কবি বলে। যে বলে সে বলুক, আমরা বলিব না। তিনি এই অল্প বয়সে ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু বলিতে গেলে তাঁহার কোন কবিতাতেই 'স্বদেশ' 'ভারত', 'ভারতমাতা' 'উদ্ধার' প্রভৃতি কোন শব্দই দেখিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গে যত দিন Patriot আছে, তত দিন কেহই রবীন্দ্রবাবুর কবিতাকে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিবে না। তবে বঙ্গের যে রকম অবনতি চলিতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে বিশ পঞ্চাশ বৎসর পরে বঙ্গে আর Patriot দেখা যাইবে না। বোধ হয় তখন বরীন্দ্র বাবু কবি নাম লাভ করিতে পারেন। রবীন্দ্র বাবু ছেলে মানুষ—ভরসা করা যাইতে পারে যে প্রকৃত মানুষশূন্য বঙ্গে তিনি বৃদ্ধ বয়সে কপীন্দ্ররূপে শোভা পাইবেন।

রামদাস বাবু এবং রাজকৃষ্ণ বাবুর কথা বেশী বলিতে ইচ্ছা হয় না। কেন না তাঁহারা প্রায় চিরকালটা গয়াতে পিণ্ডদান করিয়াই কাটাইলেন। তাঁহাদের পোড়া প্রত্নতত্ত্বে কেবল প্রেত উদ্ধার হয়, কখনও মানুষ উদ্ধার হইতে দেখা যায় না।

চন্দ্রশেখর বাবু একজন অতি unpractical অকর্ম্মণ্য লোক —প্রমাণ, তাঁহার "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম"। মরা মানুষকে আবার ভাল-বাসা কি? আমরা যাহাকে ভাল বাসি, সে মরিয়া গেলে আর তাহাকে ভাল বাসি না। ভালবাসা যত প্রচারিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল, সমাজের মঙ্গল, বিশ্বের মঙ্গল। সেই জন্য আমরা বিবাহ করিয়া একটি রমণীতে ভালবাসা গুটাইয়া রাখিতে চাই না, অসংখ্য রমণীতে ভালবাসা ছড়াইয়া দি। চন্দ্রশেখর বাবুকে এবার দেখিতে পাইলে, তাঁহার গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিব।"

এইরূপে আরও অনেকগুলি গ্রন্থকর্তার গুণকীর্তন করিয়া পশুপতি বাবু শেষে বলিলেন :—

"সভ্যমহাশয়গণ, দেখিলেন যে বঙ্গসাহিত্যরূপ বিস্তীর্ণ ময়দানে কেবল গরু চরিয়া বেড়ায়, মানুষ প্রায়ই দেখা যায় না। কিন্তু দুঃখিত হইবেন না, ক্ষুব্ধ হইবেন না, আমাদের দেশের সাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া লজ্জাবনতমুখী হইবেন না—"

এই সময় একজন সভ্য একটী পাশের ঘর হইতে মুখ মুছিতে মুছিতে সভাগৃহে আসিয়া গান ধরিলেন :—

লাজে অবনতমুখী, তনুখানি আবরি—

শুনিয়া পশুপতি বাবু কাতরস্বরে বলিলেন "I say Hem তোমার পায় পড়ি ভাই একটু থাম, আমার হ'ল বলে!" হেম বাবু চুপ করিলেন, পশু বলিতে লাগিলেন :—

"আমাদের সাহিত্যের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আপনারা লজ্জিত হইবেন না "—

এবার হেম বাবু একটু গুণ গুণ স্বরে গাইলেন :—

লাজে অবনতমুখী—

পশুপতি বাবু তাঁহাকে গ্রাহ্য না করিয়া টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন :—

"অকূল সমুদ্রে যেমন ধ্রুব তারা, গঙ্গায় যেমন Hooghly Bridge, গড়ের মাঠে যেমন মনুমেণ্ট, গবর্ণমেণ্ট হাউসে যেমন গম্বুজ, সুবতীর পায় যেমন মল, গরুর ডাবায় যেমন জাব, বাহান্ন খানা তাসের মধ্যে যেমন ইস্কাপনের টেক্কা, বঙ্গীয় গ্রন্থরাশির মধ্যে তেমনি ইন্দ্রনাথ বাবুর, "ভারতোদ্ধার"—বঙ্গের patriot-দিগের একমাত্র Bible। "ভারতোদ্ধারে" যেমন লেখা

পশুপতি। Can't help, বাপের মৃত্যু ভাল না ইস্কুল ভাল ?

প্রমদা। ইস্কুলে না বলিয়া গেলে যদি Scholarship lose কর ?

পশু। Damn your scholarship, যায় ত কি করব, don't care।

প্রমদা। আচ্ছা, ভাই, তবে যাও। But write an envelope as soon as the old fool plucks পটল।

এখনকার শিক্ষিত বাবুদের একটা রোগ হইয়াছে—তাঁহারা মনে করেন যে তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে যাহাই নির্গত হয়, তাহাই রসিকতা। তাই তাঁহারা দিবা রাত্রি রসিকতা করিবার নিমিত্ত শরীরের বত্রিশটা নাড়ী ধরিয়া টানাটানি করেন, এবং রসিকতা করিতে পারুন আর নাই পারুন, প্রতি কথায় জোর করিয়া বেয়াড়া হাসি হাসিয়া প্রমাণ করিয়া থাকেন যে তাঁহারা বড় রসিক। পশুপতিবাবুও প্রমদাচরণের রসিকতা শুনিয়া জাতীয় ব্যবসাপালনার্থ তাঁহার দিকে ফিরিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। কাঙ্গালিবাবুর বাসায় পূর্ব্ব দিবস বৈকালে যথার্থই সম্বাদ আসিয়াছিল যে, উমাপতি ভট্টাচার্য্য অতিশয় পীড়িত এবং পশুপতিবাবুও তাহা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রমদাচরণের কাছে বাড়ী যাইব বলিয়া পুত্র-কুল-তিলক পশুপতি ভট্টাচার্য্য গোপালপুরে না গিয়া কলিকাতার একটা অতি অপ্রসিদ্ধ পল্লীতে একটা ক্ষুদ্র বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিল। এদিকে যত বেলা হইতে লাগিল, কাঙ্গালিবাবুর পল্লীতে লোকে চোক টেপ্যাটিপি করিয়া বলিতে লাগিল যে, কাল রাত্রি হইতে কাঙ্গালি

বাবুর বড় মেয়েটি ঘরে নাই। দুই দিবস পরে গোধনপুর হইতে এক ব্যক্তি কাঙ্গালিবাবুর বাসায় আসিয়া বলিল যে "ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আর বড় বিলম্ব নাই, তাই তিনি একবার পশুপতি বাবুকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন।" কাঙ্গালি বাবু কি তাঁহার বাড়ীর অপর কেহ কোন কথা কহিলেন না, কেবল কাঙ্গালি বাবুর এক জন অতি পুরাতন, অতি প্রিয়, এবং অতি বিশ্বাসী ভৃত্য মুখটা হাঁড়িপানা করিয়া এবং গলাটাও হাড়িপানা করিয়া বলিল—"সে এখন আর এখানে থাকে না।" ভৃত্য যখন এই কথা বলিয়া চলিয়া যায়, তখন তাহার বড় বড় চোক দুটা লাল হইয়া উঠিয়াছে, আর জলে ড্যাব্ ড্যাব্ করিতেছে। গোধনপুরের লোক গোধনপুরে গিয়া বলিল যে "পশুপতি বাবুর দেখা পাইলাম না, তিনি এখন কাঙ্গালি বাবুর বাসায় থাকেন না।" শুনিয়া পশুপতির মুমূর্ষু পিতার দুইটা স্থির নিষ্প্রভ চক্ষু হইতে দুইটী অতি সূক্ষ্ম জলধারা গড়াইয়া পড়িল, তিনি অতি ক্ষীণ, অতি কাতর, কিন্তু অতি আবেগপূর্ণ স্বরে বলিলেন—"তবে সে আমার কোথায় গেল—!" বলিয়া হাঁপাইয়া উঠিলেন। তাহার একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িল। সেই তাঁহার শেষ নিশ্বাস। উমাপতি ভট্টাচার্য্যের সব ফুরাইয়া গল।

পশুপতিবাবু গোধনপুরে যান নাই, সে সংবাদ তাঁহার Debating Club-এর সভ্যগণ শীঘ্রই প্রাপ্ত হইলেন; এবং অসাধারণবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া তাঁহারা শীঘ্রই বুঝিলেন যে, শ্রীমতী কুমুকামিনী দেবীর তিরোভাবের সহিত তাঁহাদের সুযোগ্য এবং সুদক্ষ সভাপতি মহাশয়ের তিরোভাবের কিছু ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। অতএব তাঁহাদের সভায় একটি বিশেষ

(special) অর্থাৎ গোপনীয় অধিবেশনে তাঁহারা স্থির করিলেন যে, লালমোহন বাবু যে প্রণালীতে 'সম্বন্ধ নির্ণয়' করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই প্রণালীতে কুঞ্জকামিনীর এবং পশুপতি বাবুর তিরোভাবের মধ্যে 'সম্বন্ধ নির্ণয়' করিবেন। তাঁহারা সকলেই 'practical men' অতএব সে সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে বড় একটা দেরি হইল না। তখন প্রমদা বাবুর সভাপতিত্বে ক্লবের আর একটা গোপনীয় অধিবেশনে সভাগণ এইরূপ স্থির করিলেন যে, ক্লবের নিয়মানুসারে উদ্ধারকার্য্য একজন সভ্যের নয়, সমস্ত সভ্যের, অতএব তাঁহারা সকলেই কুঞ্জকামিনীর উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে, তাঁহারা প্রতিজ্ঞামত কার্য্য করিলেন—সকলেই কুঞ্জকামিনীকে উদ্ধার করিতে গেলেন। হতভাগিনী কুঁজি কালামুখী বটে, কিন্তু সেও Pataldanga Debating Club-এর সুশিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন দেশহিতৈষী সভ্যমহাশয়গণের উদ্ধারপ্রণালী দেখিয়া ঘৃণায় আফিঙ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

তখন শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু পশুপতি ভট্টাচার্য্য মহাশয় চোকের জলে ভাসিতে ভাসিতে বড় সাধের ফিন্‌ফিনে গোঁফ যোড়াটি চাঁচিয়া ফেলিলেন। তার পর গোধনপুরে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে জননীর পাদবন্দনা করিয়া বলিলেন—"মা, আমি সব শুনিয়াছি। শুনিয়া বাবার উদ্ধারের জন্য গয়ায় পিণ্ডদান করিয়া তবে বাড়ীতে আসিতেছি: কিন্তু বাবাকে যে শেষ একবার দেখিতে পাইলাম না, এ দুস্তর দয়াময় দুর্লভ দুষ্প্রাপ্য দরিদ্ররঞ্জন দুঃখ জন্মেও ভুলিতে পারিব না।" জননী কাঁদিয়া বলিলেন—"নাই বা দেখা হল বাপ, তুমি তাঁর যে কাজ করে এসেছ, সে কাজ কালকালে কার ছেলে

করে, বাবা ?" পশুপতি বাবু একেবারে ৺ গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করিয়া বাড়ীতে আসিয়াছেন শুনিয়া, গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং প্রাচীনেরা তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিলেন—'এমন ছেলেকেও আবার নিন্দা করে! উমাপতি ঠাকুরের সহস্র জন্মের সুকৃতি ছিল, তাই এমন ছেলে পাইয়াছিলেন।'

২

অতুল প্রতিপত্তি লাভ করিয়া পশুপতি বাবু গোধনপুরে আড্ডা করিলেন। সেখানে আড্ডা করিবার একটু বিশেষ কারণও ছিল। বিনা অনুমতিতে এত দিন কামাই করায়, তাঁহার ছাত্রবৃত্তিটী বন্ধ হইল। অতএব স্বয়ং বাসা ভাড়া করিতে অক্ষম। ওদিকে কাঙ্গালি বাবুর দ্বারে আপনিই কাঁটা দিয়া আসিয়াছেন। শ্বশুরবাড়ীতে থাকিবার নিষেধ নাই, কিন্তু শ্বশুরের উপর তাঁহার বড় রাগ, কেন না শ্বশুর তাঁহার পত্নীর পিতা। যে পত্নী দশজনকে প্রেম ভাগ করিয়া দিতে সম্মত হয় না, তাহার পিতা কখনই প্রেমিম লোক হইতে পারে না। পশুপতি বাবু heredity তত্ত্বটা বিলক্ষণ বুঝিতেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার একদিনে কোথায় heredity সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন! এক খানা বাঙ্গালা খবরের কাগজে সেই প্রবন্ধের একটা অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পড়িয়া পটলডাঙ্গার একটা Dispensary-তে দুই চারি জন খুচুরা ডাক্তার বাবু কি তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন। তাই শুনিয়া Dispensary-র Compounder মহাশয় একদিন পশুপতি বাবুর কাছে heredity তত্ত্বটা ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অতএব পশুপতি বাবু জানিতেন যে, পিতা প্রেমিক হইলে heredity

অনুসারে কন্যাও প্রেমিকা হইবেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ পশুপতি বাবুর পত্নী রত্নমঞ্জরী পশুপতি বাবুর ন্যায় প্রেমিকা নন, তিনি পতি বই আর কাহাকেও ভাল বাসিতে পারেন না। পশুপতি বাবু তাঁহাকে অনেকবার কলিকাতার ক্লবের সভ্যগণের সহিত আলাপ প্রণয় এবং পান ভোজন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। তাই বিশ্বপ্রেমিক পশুপতি বাবুর পত্নীর উপর এবং পত্নীর পিতার উপর এত রাগ। গোধনপুরে আড্ডা করিবার ইহা অপেক্ষাও একটা গুরুতর কারণ ছিল। সে কারণ—দেশের উদ্ধার, গোধনপুরকে সভ্য এবং উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু এত বড় কাজ একলা করা যায় না, সহযোগীর সাহায্য ভিন্ন হয় না। অতএব পশুপতি বাবু সহযোগী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। এমনি যুগমাহাত্ম্য যে তাঁহাকে বেশী অন্বেষণ করিতে হইল না। গ্রামের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বংশীয় যুবকগণ, যাহারা, কলিকাতায় চাকুরি করেন, তাঁহারা শনিবার অপরাহ্নে বাড়ী আসিলে পর পশুপতি বাবু যেমন তাঁহাদের নিকট কথাটা উত্থাপন করিলেন, অমনি সকলে বুক ঠুকিয়া এবং মুষ্ট্যাস্ফালন করিয়া মহা আগ্রহের সহিত উচ্চৈঃস্বরে প্রতিজ্ঞা করিলেন—'এ কাজ আমরা অবশ্য করিব, প্রাণপণে করিব, যে কোন উপায়ে পারি করিব।' ইংরেজরাজার কল্যাণে বঙ্গের প্রতি গৃহে আজ patriot এবং পরহিতান্বেষী বিরাজমান। তাই এখন দেশের উদ্ধার বা সমাজের সংস্কারের কথা পড়িলেই যেন কলের পুতুলের মত লোক দলে দলে কোমরে কাপড় বান্ধিয়া, জামার আস্তিন্ গুটাইয়া, গোঁফ দাড়ি চোমরাইয়া সিংহনাদ করিতে থাকে। তাই আজ মুহূর্ত্ত মধ্যে পশুপতি বাবু এত স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং

আগ্রহপূর্ণ সহযোগী প্রাপ্ত হইলেন। কাল পূর্ণ না হইলে কি কার্য্যসিদ্ধ হয়? আজ ভারতে কাল পূর্ণ হইয়াছে। তবুও তোমরা বল কি না, আজ ভারতের বড়ই দুর্দ্দশা! এ কথার অর্থ কি কেহই বুঝাইবে না! অহো! কি যন্ত্রণা!

৩০

পর দিবস বৈকালে গোধনপুরের যুবকবৃন্দের উদ্যোগে তথায় একটী অপূর্ব্ব সভা হইল। সে সভায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, বাগ্‌দী, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা সকলেই উপস্থিত, কেবল ভদ্র ঘরের মেয়েরা চিকের আড়ালে। গোধনপুরে এই প্রথম সভা, গ্রামের বাগ্‌দী গোয়ালা কেহ কখন সভার কথা শুনে নাই। অতএব সকলেই যাহার যেমন ভাল কাপড় ছিল পরিয়া, নিরূপিত সময়ের এক প্রহর কাল পূর্ব্ব হইতে সভাস্থলে আসিয়া হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল। এক অশীতিবর্ষীয়া বুড়ী লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে আসিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হ্যাঁ গা, সরা পড়চে কোথা গা?" বুড়ীর পরনে একখানি মলিন এবং ছিন্ন বস্ত্র, কিন্তু এত বয়সেও এমনি শ্রী যে দেখিলেই মনে হয় বুড়ী বুঝি খুব বড় ঘরের মেয়ে। বুড়ীকে কেহ চিনিতে পারিল না, কিন্তু সকলেই 'চুপ কর্ চুপ কর্' বলিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। বুড়ী বুঝি মনে করিল যে, সরা পড়ার সময় কথা কহিলে সরা পড়া হয় না। তাই সে লাঠিটি এক পাশে রাখিয়া একটা দেয়াল ঠেস দিয়া বসিয়া অতি অল্পক্ষণের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে কায়স্থ ব্রাহ্মণ সকলেই উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত সময়ও উপস্থিত। তখন গোধনপুরের যুবকবৃন্দ উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া, বিবিধ প্রণালীতে তেড়ী কাটিয়া,

দেশী বিলাতী সুগন্ধে দশ দিক মাতাইয়া মস্ মস্ করিতে করিতে এক একটা নিশান হাতে করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিবা মাত্র যেন মহা ত্রাসযুক্ত হইয়া সভাস্থ সমস্ত লোক আপনা হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহারা বসিলে পর সকলে বসিল। একজন যুবক দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মহাশয়দিগের যদি মত হয়, তাহা হইলে সুযোগ্য সুসভ্য পশুপতি বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।" আর এক জন যুবক দাঁড়াইয়া বলিল—"সভ্য মহাশয়গণ, আমি এই সুযোগ্য, সুবিজ্ঞ, সুরম্য প্রস্তাব ডবল্ করি।" যুবকগণ ছাড়া এ সকল কথার অর্থ কেহ কিছু বুঝিল না। অতএব সকলেই হাঁ করিয়া রহিল। তখন 'silence is consent,' এই কথা বলিয়া পশুপতি বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। যুবকবৃন্দ সজোরে করতালি দিল, কিন্তু আর কেহ করতালি দিতে পারিল না। করতালির শব্দ শুনিয়া সেই বুড়ীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সে জিজ্ঞাসা করিল—'হ্যাঁ গা, সরাগুলো কি ভেঙ্গে গেল গা ?' কেহ কোন উত্তর করিল না, কারণ সকলেই তখন পশুপতি বাবুকে দেখিতেছিল। বুড়ী আবার ঘুমাইয়া পড়িল। তখন পশুপতি বাবু উঠিয়া হাত মুখ নাড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া ও টেবিলে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া অনেক কথা বলিলেন। তিনি এমনি জলদ্ বলিয়াছিলেন যে, আমরা তাঁহার সকল কথা লিখিয়া লইতে পারি নাই। অতএব কিছু সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট দিতেছি। তিনি বলিলেন :—

"মহাশয়গণ, গোপগণ, লাঙ্গুলধারিগণ, কুঞ্জকামিনী, আহা! না না, কামিনীগণ, বালক বালকীগণ—তোমরা আজ কি দেখিতেছ? তোমরা আজ যাহা দেখিতেছ, তোমাদের চৌদ্দ

পুরুষ তাহা কখন দেখে নাই। দেখ আজ তোমাদের গোধনপুরে সভ্যতার নিশান উড়িতেছে—দেখ এই নিশানে কি লেখা আছে। ইহাতে লেখা রহিয়াছে—গোধনপুরের উদ্ধার কর, গোধনপুরের আপামর সাধারণের মনের অন্ধকার নিবাইয়া জ্ঞানের আলোক জ্বালাইয়া দেও, গোধনপুরের রমণীকুল উদ্ধার কর। দেখ, রামচন্দ্র স্ত্রীকে উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার পতিব্রতা বলিয়া এত যশ। আবার সে বৎসর কলিকাতায় লড বিশপ সাহেব নবগোপাল বাবুর মেলাতে বঙ্গের অবলা সরলা কাণবালা কুলবালাকে দেখিতে না পাইয়া কত কাঁদিলেন এবং কলিকাতার মহিমাময় মণ্ডমাতঙ্গ মধুপায়ী মহাশয়গণকে কত তিরস্কার করিলেন। অতএব, হে প্রিয় গোধনপুরবাসী গোপ কৃষক মহাশয়গণ তোমরা তোমাদের বধূ, কন্যা প্রভৃতি রমণীয়গণকে উদ্ধার কর। দেখ, আমরা এই গোধনপুরে কাল একটি বালিকা-বিদ্যালয় খুলিব। সেখানে যত বালিকা দিবাভাগে লেখা পড়া শিখিবে কিন্তু যে সকল বৈক্লব্য বিমোহিনী বিবাহিতা বা বিধবা স্ত্রী আছেন, তাঁহারা দিবাভাগে সংসারের কার্য্য করেন। সে কার্য্য তাঁহাদের অবশ্য পোষ্য প্রতিপাল্য শ্রীপতিতপাবন পাটা, অতএব তাঁহাদের জন্য প্রতিদিন সন্ধ্যার পর একটি ইস্কুল বসিবে। সে ইস্কুলে কলিকাতা হইতে বিবি শিক্ষিকা আসিয়া পড়াইবে। হে গুণবতী গোমেধকারী গোপমহাশয়গণ, সে বিবিরা তোমাদের মন্মোহিনী মহিলা মেয়েদের এমনি পানির তৈয়ার করিতে শেখাইবে যে, তোমরা পনির বিক্রয় করিয়া প্রত্যেকে অনায়াসে এক মাসে এক হাজার টাকা লাভ করিতে পারিবে এবং হে গোধনপুর-বাসী লাঙ্গুলধারিগণ! তোমাদিগকেও বলিতেছি যে আমরা

যে বিবি শিক্ষিকা আনিব, তাহারা তোমাদের মন্থরা মনোহরা মহিষমর্দ্দিনী মেঠো মেয়েদের এমনি কৌশলে ধান সিদ্ধ করিতে শেখাইবে যে এক হাঁড়ি ধান সাত হাঁড়ি হইয়া পড়িবে! তখন তোমাদের এক টাকায় সাত শত টাকা লাভ হইবে! আর কি চাও? বলি, ওহে গুপ্‌গাপ্‌ গোপ সকল এবং cheese-chop চাষা সকল, আর কি চাও? অতএব দেরি করিও না। কাল সন্ধ্যার পর তোমাদের মেয়েদের ইস্কুলে পাঠাইয়া দিও। তোমাদিগকে ইস্কুলের মাহিয়ানা দিতে হইবে না। ইস্কুলের সমস্ত খরচ আমরা দিব। কেমন হে গয়ারাম কি বল?"

গয়ারাম গোধনপুরের গোপসমাজের কর্ত্তা—গয়ারামের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর। সে উঠিয়া চাদরখানি গলায় জড়াইয়া যোড়হাত করিয়া বলিল—"তা, মশায়, ও সব ত আমরা কিছু কইতে পারি না। ভট্‌চায্যি মহাশয় যা নিবেদন করিবেন আমরা তাই করিব।" পাঠক জানেন যে গোধনপুরে অনেক গুলি ভট্টাচার্য্যের বাস। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলে সেখানে কেবল ন্যায়বাগীশ মহাশয় বুঝায়, কেন না ন্যায়বাগীশ মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা সুপণ্ডিত এবং তাঁহার একখানি টোলও আছে। গোপবৃদ্ধ গয়ারাম ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের দোহাই দিলে পর পশুপতিবাবু ন্যায়বাগীশ মহাশয়কে কিছু ভেকাচেকা রকম দেখিয়া বলিলেন—"বলি, ও ন্যায়বাগীশ মহাশয়, ভাবিতে-ছেন কি? বাবা যে আপনার জমি বেদখল করিয়া লইয়া-ছিলেন, তাই ভাবিতেছেন না কি? তা সে জন্য ভাবনা কি? সে জমি আমি আপনাকে ফিরাইয়া দিব। এখন গয়ারাম যা বলিতেছে, তাহার একটা মীমাংসা করিয়া দিন।" তখন

পণ্ডিতপ্রধান ন্যায়বাগীশ মহাশয় বড় রকম এক টিপ নস্য লইয়া গা ঝাড়া দিয়া বলিলেন—'হ্যা হ্যা, তা মীমাংসা করিব বৈ কি। কি জান, পশুপতি বাবু, আপনারা আমাদের অপেক্ষা বয়সে ছোট বটে। কিন্তু বিদ্যাবুদ্ধিতে আপনারা আমাদের অপেক্ষা ঢের বড়। ভগবান আপনাদিগকে দীর্ঘ-জীবী করুন! আহা! কেমন বংশে জন্ম! যেমন রূপ তেমনি গুণ! বলি ওহে গোপগণ, বাবুরা যেমন বলিতেছেন তেমনি করিও, তোমাদের ভাল হবে।" এই কথা শুনিয়া গয়ারাম আবার গলায় কাপড় দিয়া উঠিয়া যোড়হাত করিয়া বলিল—"যে আজ্ঞে, মশায়।" আহ্লাদে যুবকবৃন্দ চেঁচাইল—"Victory, পশুপতি বাবু, Victory!" পশুপতি বাবু আবার উঠিয়া বলিলেন:—"We are practial men, আমরা কাজের লোক। অতএব আর বেশী কথা কহিব না। কাল হইতে এই সৌভাগ্যময় গোধনপুরে একটি Girls' School অর্থাৎ বালিকা বিদ্যালয় এবং একটী Feminine Night School অর্থাৎ মেয়েলি তামসিক বিদ্যালয় খোলা হইবে; এবং গোধনপুরের সমস্ত সমাজ উল্টাইয়া সুসভ্য, সমুন্নত ও সুজ্ঞানিত করিবার জন্য ইংরেজগুরুর উপদেশ মতে কতকগুলি society প্রভৃতি সংস্থাপিত হইবে। ভরসা করি আমাদের আশানুরূপ ফল ফলিবে। ভরসা করি আমাদের মাতৃভূমি, আমাদের জন্মভূমি 'জননী জন্মভূমিশ্চ সংগোপাদি গরুবাসী' গোধনপুর দুই দিনের মধ্যে London অপেক্ষাও সভ্যতার সমুচ্চ, সম্পূর্ণ, সঙ্কটাপন্ন চূড়ায় আরোহণ করিবে।

পশুপতি বাবু বসিলেন। যুবকবৃন্দ বারম্বার করতালী দিতে লাগিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়রা করতালী দিলেন না—কেবল

বলিলেন—'বেঁচে থাক বাপ্ সকল—গোপনপুরের এমন দিন হবে তা কে জানিত ? গোপ এবং কৃষকগণ দুই একবার করতালী দিবার চেষ্টা করিল, ভাল হইল না! তখন তাহারা লাঙ্গলবাহী বা ভারবহনাক্ষম গরুকে চালাইবার জন্য গরুর লেজ মলিয়া আপন আপন জিভ পাকাইয়া যেরূপ টক্ টক্ শব্দ করে, সেইরূপ টক্ টক্ শব্দ করিতে লাগিল। সে শব্দ শুনিয়া যুবকবৃন্দ যেন আরো উত্তেজিত হইয়া মহাবেগে সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিল! আর সে শব্দ শুনিয়া সেই বুড়ীর আবার ঘুম ভাঙ্গিল; সে বলিল হ্যাঁ রে, বাপ্ সকল এ ত সব গরু, গরুতে আবার সরা গড়িবে কেমন করে, বাপ্ ? এই কথা বলিয়া বুড়ী লাঠি হাতে করিয়া উঠিল। বুড়ীকে দেখিয়া অবধি তাহার উপর আমাদের কিছু মায়া জন্মিয়াছিল। অতএব, পাছে কোথাও পড়িয়া যায়, কি কিছু হয়, দেখিবার জন্য আমরা বুড়ীর পিছে পিছে গেলাম। দেখিলাম বুড়ী গ্রামের সীমা ছাড়াইয়া গম্ভীর ও দৃঢ় পাদ বিক্ষেপে মাঠের উপর দিয়া চলিল! দেখিতে সেই বুড়ী, কিন্তু বুড়ীর এখন যেন অসীম বল। তখন প্রায় সন্ধ্যা—চারিদিক্ ঘোর হইয়া আসিতেছে। মাঠের পশ্চিম প্রান্তে একটা বৃহৎ পুষ্করিণীর পাহাড়ে বড় বড় তাল গাছ যেন জটাজূটধারী শীর্ণকায় ঋষি তপস্বীর ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। গাছগুলার তমসামিশ্রিত শিরোপরি অস্তমিত সূর্য্যের মলিন সিন্দূররাগ মিলাইয়া যাই-তেছে। বুড়ী সেই বৃহৎ পুষ্করিণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোথায় গেল দেখিতে পাইলাম না। অবাক হইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। দেখিলাম যেন জটাজূটধারী শীর্ণকায় তাল বৃক্ষের উপরে সেই মলিন সন্ধ্যার

মলিন সিন্দূর বর্ণে পাতার গায় পাতা পড়িয়া কেমন করিয়া তিনটী অতি মলিন অক্ষর ফুটিয়াছে :—জ-ন-নী।

সন্ধ্যার পর পশুপতি বাবুর চণ্ডীমণ্ডপে গোধনপুরের যুবক-বৃন্দ প্রস্তাবিত বিদ্যালয় প্রভৃতি সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। স্থির হইল যে আগামী কল্যই কলিকাতা হইতে দুই জন শিক্ষয়িত্রী আনা হইবে। বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য কলিকাতায় চাঁদা সংগ্রহ করা হইবে, কিন্তু Feminine Night School-এর কথা এখন প্রকাশ করা হইবে না, কেননা কলিকাতার লোক এত উন্নত হয় নাই যে Female Night School-এর মর্ম্ম বা আবশ্যকতা বুঝিতে পারে। অতএব তাহাতে যে ব্যয় হয় তাঁহারা নিজেই তাহা দিবেন। তাঁহারা পনর জন, প্রতি মাসে আট টাকা করিয়া দিলে প্রায় এক শত টাকা উঠিবে তাহাতেই আপাততঃ চলিবে। আরো স্থির হইল যে সমস্ত গোধনপুরের উন্নতি সাধনার্থ এবং সমাজ-সংস্করণার্থ তথায় একটী Public Library এবং একটী Social Improvement Society স্থাপন করা যাইবে।

পর দিবস রজনী বাবু কলিকাতা হইতে মিস আলিজেবেথ ভালিয়ানী এবং মিস কাথারাইন মুচিয়ানী নাম্নী দুইজন শিক্ষয়িত্রী গোধনপুরে লইয়া গেলেন। প্রত্যেকের মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। মিস দুইটি কতদূর শিক্ষিতা, রজনী বাবু তাহা অনুসন্ধান করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না। তাঁহারা দুই জনেই অন্নবয়স্কা, অতএব দুই জনেই কর্ম্মক্ষম হইবে, এই ভাবিয়া তিনি তাহাদিগকে লইয়া গেলেন। পশুপতি বাবু প্রভৃতি তাঁহাকে বারম্বার ধন্যবাদ দিলেন। Feminine Night School চলিতে লাগিল। স্কুলের উন্নতি দেখিয়া দুই এক

মাসের মধ্যে যুবকবৃন্দের উৎসাহ এত বাড়িয়া উঠিল যে তাহাদের আর গোধনপুর ছাড়িয়া তুচ্ছ টাকার জন্য কলিকাতায় চাকুরি করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ক্রমে তাহারা চাকুরি ছাড়িয়া গোধনপুরে বসিয়া Feminine Night School-এর উন্নতি সাধনে ব্যতিব্যস্ত হইল। টাকা না হইলে Ppatriot দিগের সংসার চলিতে পারে, কিন্তু Female School চলিতে পারে না। অতএব গোধনপুরের patriot মহাশয়রা ক্রমে বাড়ীর স্ত্রীলোকদিগের খোরাক কমাইতে লাগিলেন, এবং তাহাদের গার গহনা বেচিয়া Female Schoolএর খরচ যোগাইতে লাগিলেন। কিন্তু গহনা কাহারো বেশী ছিল না, অতএব তিন চারি মাসের মধ্যেই গোধনপুরের ভদ্র মহিলাদিগের যেমন পেট খালি হইয়াছিল, তেমনি গাও খালি হইয়া গেল। তখন তাহাদের সুখের অবস্থা দেখিয়া রোগ আসিয়া তাহাদের আশ্রয় গ্রহণ করিল। পশুপতি বাবুর বাড়ীর সকলেও পীড়িত। এক দিন তাঁহার মাতা তাঁহাকে বলিলেন—'বাবা, তুমি আমার পণ্ডিত ছেলে, তোমাকে আমি আবার জ্ঞানের কথা কহিব কি, কিন্তু বাবা এমন করে হৈ হৈ করে বেড়ালে দিন যাবে কেমন করে বাবা?" পুত্র উত্তর করিলেনঃ—'সে কি মা? হৈ হৈ করে বেড়ান কি? আমরা যা করিতেছি তাহাই ত মানুষের কাজ। আপনি পেটে খাওয়া ত শোর গরুর কাজ। পরের ভাল করা, দেশের ভাল করা, এই ত মানুষের কাজ। মা আমরা patriot, আমরা খাওয়া দাওয়া বুঝি না। সব ত্যাগ করিয়া আমরা দেশের উদ্ধার করিব। তোমরা কম খাইতেছ বলিয়া দুঃখ করিও না। কম খাইয়া দেশের কাজ করিলে, কত পুণ্য হবে তা জান? অত খাই খাই করিও না।'

পশুপতি বাবুর মা হিন্দুর মেয়ে। পুত্রের কথা শুনিয়া যেন লজ্জায় ও ঘৃণায় মরিয়া গেলেন। কোন উত্তর করিলেন না। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন :—'অদৃষ্টে যাই থাক্, এ জন্মে আর খাওয়ার কথা মুখে আনিব না। হায়! আমি কি আপনিই খেতে চাই? পশুপতি বাবু মস্ মস্ করিয়া নিজের শয়নগৃহে গেলেন। সেখানে তাঁহার রুগ্ন পত্নী রত্নমঞ্জরী ছয় মাসের রুগ্না কন্যাটীকে কোলে করিয়া বসিয়াছিলেন! কন্যাটীর অনাহারে উদারাময় হইয়াছে। আজ চারি পাঁচ দিন তাহার উপর জ্বর হইতেছে। মেয়েটী যায় যায়। পশুপতি বাবু পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুই বুঝি মাকে খাওয়ার কথা বলেছিস?' রত্নমঞ্জরী কাঁদিতেছিল। চোকের জল মুছিয়া অতি বিনীত ভাবে বলিল—'কেন, খাওয়ার কথা বলিব কেন, আমারা কি খাইতে পাই না?'

পশুপতি। তবে মা আমাকে এত কথা বলিলেন কেন?

রত্ন। তা ত আমি ঠিক বলিতে পারি না। বোধ হয় উনি তোমাকে মনের মতন খাওয়াইতে পান না বলিয়া বলিয়াছেন।

পশু। আমি মন্দ খাইতেছি কি?

রত্ন। মার ছেলেকে খাওইয়াইয়া কি সাধ মিটে? এই কথা বলিতে রত্নমঞ্জরীর চক্ষের এক ফোঁটা জল মেয়েটীর ঠোটের উপর পড়িল। মেয়েটি হাঁ করিল। রত্নমঞ্জরী এক ঝিনুক জল তাহার মুখে দিল। সে আধ ঝিনুক খাইয়া আর খাইতে পারিল না, হাঁপাইয়া উঠিল। পশুপতি বাবু বলিলেন :—'আচ্ছা যদি খাওয়া দাওয়া সব হচ্চে, ভাল তবে কেন খুকীর হার ছড়াটা আমাকে দে না?'

রত্নমঞ্জরী কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল:—'একটু বাদে নিও না।'

পশু। একটু বাদে কেন? এখনি দে না?

রত্নমঞ্জরী দুইটী অশ্রুপূর্ণ যাচঞামর চক্ষু পতির মুখের দিকে তুলিয়া তৎক্ষণাৎ আবার নামাইয়া অতি ক্ষীণ এবং অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল—ও ত একটু বাদেই চলে যাবে।'

'না, না, তা হবে না, আমার এখনি চাই, Kateকে আজ মাহিয়ানা দিতে হবে'—এই বলিয়া পশুপতি বাবু জোরে মেয়েটির গলার হার ধরিয়া টানিলেন। তখন রত্নমঞ্জরী অতি কাতর এবং আবেগপূর্ণ স্বরে বলিল—'তোমার পায় পড়ি, দাঁড়াও, আমিই খুলিয়া দিতেছি'! এই বলিয়া নিজে হার খুলিতে উদ্যত হইল। সে কথা না শুনিয়া পশুপতি বাবু সজোরে হার ছিঁড়িয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েটী ভাঙ্গা গলায় ক্ষীণ তীব্র স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। রত্নমঞ্জরী চোকের জল মুছিয়া মেয়েটিকে বুকে তুলিয়া লইল! সেই রাত্রে মেয়েটির জ্বর বৃদ্ধি হইল। তাহার গলা ফুলিয়া লাল হইয়া উঠিল। সে আর একটি ফোঁটা জলও গিলিতে পারিল না। পরদিন বেলা আড়াই প্রহরের সময় রত্নমঞ্জরীর রত্নটুকু মাটী হইয়া মাটীতে মিশিয়া গেল!

চতুর্থ ভাগ।

১

পশুপতি বাবু প্রভৃতি গোধনপুরে একটা Public Library স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু পুস্তক নহিলে পুস্তকালয় হয় না; গ্রন্থ লিখিতে না জানিলে গ্রন্থকার হওয়া যায়, আইন না জানিয়া উকিল হওয়া যায় এবং হাকিম হওয়া যায়, চিকিৎসাবিদ্যা না

জানিয়া চিকিৎসক হওয়া যায়, রাজ্য না থাকিলে রাজা হওয়া যায়, জমি না থাকিলে জমিদার হওয়া যায়, ঔষধ ব্যতীত ঔষধালয় হয়, দান না করিয়া দাতাকর্ণ হওয়া যায়, ধর্ম্ম না থাকিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায়, বিবাহ না হইলেও বহুপরিবার হয়, বিদ্যা না থাকিলে বিদ্বান হওয়া যায়, কিন্তু পুস্তক না থাকিলে পুস্তকালয় হয় না। অতএব গোধনপুরের যুবকবৃন্দ পুস্তকসংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। গ্রামের স্ত্রীলোকদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা গহনা বেচিয়া টাকা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু Public Libraryত স্ত্রীলোক-দিগের নিমিত্ত নয়। অতএব Public Libyary-র জন্য গহনা বা লাখরাজ বা ব্রহ্মোত্তর বিক্রয় করা অতি অকর্ত্তব্য। অতএব আধুনিক Patriotদিগের মধ্যে যে প্রথা প্রচলিত হইয়াছে, সেই প্রথানুসারে গোধনপুরের Patriot মহাশয়রা বঙ্গীয় গ্রন্থ-কারদিগকে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের এক এক খণ্ড পাইবার প্রার্থনা জানাইয়া পত্র লিখিলেন। কোন কোন গ্রন্থকার তাঁহা-দের পুস্তক দিতে সম্মতি প্রকাশ করিলেন। কেহ বা নিজ ব্যয়ে ডাক মাশুল দিয়া গ্রন্থ পাঠাইয়া দিলেন। আমরা জানি, কালী প্রসন্ন বাবু তাঁহার 'প্রভাতচিন্তার' 'ভ্রান্তিবিনোদের' এবং 'নিভৃতচিন্তার' এক এক খণ্ড, চন্দ্রনাথ বাবু তাঁহার 'শকুন্তলা-তত্ত্বের' এক খণ্ড এবং হরপ্রসাদ বাবু তাঁহার 'বাল্মীকির জয়ের' এক খণ্ড ডাক মাশুল দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন! তাঁহারা এই রকমে ডাক মশুল দিয়া বই বিলাইয়া লোকের কাছে বলিয়া থাকেন যে, আমাদের বই খুব কাটিতেছে; কিন্তু আমরা জানি যে তাঁহাদের বই যোগেশ বাবুর দোকানেই থাকুক, আর গোধনপুরের Public Library-তেই থাকুক, পোকায় ভিন্ন

আর কিছুতেই তাহাদিগকে কাটে না। বঙ্কিম বাবু সকল বিষয়েই কিছু সৃষ্টিছাড়া—তিনি যে শুধু তাঁহার গ্রন্থ দিতে অস্বীকার করিলেন তা নয়, গোধনপুরের যুবকবৃন্দকে একটু তিরস্কার করিয়াও লিখিলেন। তাঁহার চিঠি পাইয়া পশুপতি বাবু গোধনপুরের Social Improvement Society-র সভ্যগণকে ডাকাইয়া তাঁহাদিগকে সেই চিঠি শুনাইলেন। চিঠি এইরূপঃ—

"আপনারা আপনাদের গ্রামের উন্নতির নিমিত্ত একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন, এ অতি উত্তম কথা। কিন্তু আমি দুঃখিত হইলাম যে, আমি আপনাদিগের বিশেষ সাহায্য করিতে অক্ষম। যাঁহারা সাধারণ পুস্তকালয়ের নিমিত্ত আমার পুস্তক চাহিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলকে পুস্তক দিতে হইলে, আমার বিস্তর ক্ষতি হয়। আর এক কথা। যদি যথার্থই আপনাদের উন্নতি করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে কেন পুস্তক ক্রয় করিয়া পুস্তকালয় স্থাপন করেন না? তাহা করিলে আপনাদের পুস্তক পাঠে বেশী যত্নও হইতে পারে। ইতি।"

চিঠি শুনিয়া সমস্ত সভ্য একেবারে রাগিয়া আগুন। সকলেই বলিলেন যে, এ চিঠির একটা ভাল রকম উত্তর দেওয়া আবশ্যক। পশুপতি বাবু তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর প্রস্তুত করিয়া পাঠ করিলেন। উত্তর এই :—

"আপনার ভ্রমরময় পত্র পাঠ করিলাম। আপনার এত যশ কেমন করিয়া হইল, আমরা বুঝিতে পারি না। আপনি অতি অপ্রসভ্য। আপনার নিকট আমরা বই চাহিয়াছিলাম। সে কি আমাদের উপকৃতকারের জন্য? না আপনার উপকৃত-

কারের জন্য ? আপনি যদি যথার্থ বুদ্ধিমতী হইতেন, তাহা হইলে অবশ্যই জানিতে পারিতেন যে, আমরা কেবল আপনার হিতকারিতা ভাবিয়া আপনার বই চাহিয়াছিলাম। আমরা এই সুসভ্য, সমুন্নত, শোধনপুর গ্রামে যে Public Library করিয়াছি, সে কাহার জন্য ? আপনার যে রকম বুদ্ধিমত্তা, তাহাতে আপনি কখনই বুঝিবেন না যে সে কেবল বঙ্গীয় গ্রন্থ-কারদিগকে প্রোৎসাহ করিবার জন্ম। বাঙ্গালা বই কেনে কে ? পড়ে কে ? আমরা দেশের উদ্ধারে গাঢ়সঙ্কল্প হইয়াছি বলিয়া Public Library করিয়া দেশের লোককে বঙ্গীয় গ্রন্থকারদিগের অসার, অপদার্থ, অকৃত্রিম, অনুনাসিক গ্রন্থ সকল পড়াইতে চেষ্টা করিতেছি। আমাদের চেষ্টা কৃতসফল হইলে ভবিষ্যতে বাঙ্গালা গ্রন্থকারদিগের কত লাভ হইবে, বুঝিতে পারেন ? তাঁহাদের বই কত বিক্রয় হইবে, বুঝিতে পারেন ? বাঙ্গালা সাহিত্যের কত সমাদর, সম্মান, সুসঙ্গতি বৃদ্ধি হইবে, বুঝিতে পারেন ? না, আপনি কেমন করিয়া বুঝিবেন ? আপনার সে বুদ্ধিমত্তা নাই। আপনি ভবিষ্যৎ দেখিতে জানেন না এবং পারেন না। আমরা practical men, কেবল ভবিষ্যৎ দেখি। সার কথা এই—আমরা patriot, দেশের লোকের উপকারার্থ এবং আপনাদিগের ন্যায় ন্যায্য, অন্যায্য নয়নচকোর গ্রন্থকারদিগের উপকৃতকারার্থ Public Library স্থাপন করিয়াছি। আপনারা গ্রন্থ না দিলে আমাদের মহৎ কার্য্য কেমন করিয়া সম্পন্ন হয়, বলুন দেখি ? কিন্তু, হায় ! আপনার সে বিচক্ষণপরতা নাই, আপনি প্রকৃত, প্রসিদ্ধ, প্রণয়-কুশলী দানের পাত্র চেনেন না। আমরা আপনার তোয়াক্কা রাখি না।

আপনি লিখিয়াছেন যে, পুস্তক ক্রয় করিলে পুস্তক পাঠে

আমাদের বেশী যত্ন হইতে পারে। ক্রয় করিয়া পড়িব, এমন পুস্তক কি বাঙ্গালা ভাষায় আছে? আপনি কি মনে করেন যে আপনার পুস্তক ক্রয় করিয়া পড়িবার যোগ্য? হা ভ্রম! হা কু-সংস্কার! হা দাম্ভিকতা! আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে, আপনার পুস্তক কিছুমাত্র গুণবতী নয়। শিক্ষিত লোকে আপনার পুস্তক পাঠ করে না। যাহারা রমণীকুলবিরোধী প্রাচীন কুসংস্কারসম্পন্ন, কেবল তাহারাই আপনার পুস্তক পড়ে। আপনি অত মুখনাড়া দিবেন না। আপনার দিন ফুরাইয়াছে। আমি শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য্য ভারতমাতাকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে তিন মাসের মধ্যে আপনার সমস্ত গ্রন্থ উড়াইয়া দিব। নিজে গ্রন্থ লিখিয়া দেশের সমস্ত Library পুরাইয়া ফেলিব। আপনি সাবধান হউন। Hip, Hip, Hip, Hurrah! ইতি।"

পত্রখানি বঙ্কিম বাবুর নিকট ডাকে পাঠান হইল। শুনিয়াছি যে, পত্র পড়িয়া বঙ্কিম বাবু তাঁহার পুস্তকবিক্রেতাদিগকে অর্দ্ধেক দরে তাঁহার পুস্তক ছাড়িয়া দিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। পুস্তক-বিক্রেতারা আপত্তি করায় তিনি বলিয়াছিলেন—"তোমরা জান না, তিন মাস পরে আমার বই আর বিক্রয় হইবে না।"

২

বঙ্কিম বাবুকে চিঠি লিখিয়াই পশুপতি বাবু পুস্তক প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলেন। সাত দিনে এক খানি উপন্যাস লিখিয়া ফেলিলেন। উপন্যাসের নাম—'আশ্চর্য্য কাশীবাসী।" এক মাসের মধ্যে পুস্তক ছাপা হইল। কিন্তু পুস্তক ছাপাইয়া পশুপতি বাবু গোলে পড়িলেন। পুস্তক কেহ কেনে না এবং পুস্তকবিক্রেতারা অল্প কমিসনে পুস্তক লইতে চায় না। কাজেই পশুপতি বাবু তাঁহার ন্যায় গুণবান গ্রন্থকারদিগের পদ্ধতি অনুসরণ

করিয়া সমালোচকদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুইএক খানা মফঃস্বলের বাঙ্গালা সম্বাদপত্রের সম্পাদককে বিপদের কথা জানাইয়া বেশ ভাল রকম সমালোচনা লেখাইয়া লইলেন। একটি সমালোচনা এইরূপ;—"বঙ্গীয় সাহিত্যক্ষেত্রে পশুপতি নামে একজন নূতন গ্রন্থকর্ত্তা বিচরণ করিতে আসিয়াছেন। পশুপতি বাবু নবীন লেখক হইলে কি হয়, তিনি বঙ্গের প্রবীণ লেখকদিগকে আজ্ লজ্জা দিলেন! তাঁহার রচিত উপন্যাসটি এমনি সুকৌশলে গ্রথিত যে, তাহা একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে আদ্যোপান্ত শেষ না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহার পুস্তক খানিতে বিলক্ষণ শব্দলালিত্য আছে! তিনি সকল প্রকার রসের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি মানবপ্রকৃতি বেশ বুঝেন। তাঁহার পুস্তকের ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। আমরা এই পুস্তকখানি সকলকে এক এক বার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গ্রন্থকর্ত্তা যথার্থই উৎসাহের যোগ্য।" আর একটি সমালোচনাও প্রায় এই রকম, কেবল একটি বেশী কথা ছিল। সে কথা এই—"আমাদের মতে পুস্তকখানি সমস্ত বিদ্যালয়ে, বিশেষত বালিকাবিদ্যালয়ে পঠিত হওয়া উচিত।" এত লেখা হইল বটে, কিন্তু ভাল কাগজে কেহ ভাল বলিল না। সাধারণীতে একটু ভাল করিয়া লেখাইবার জন্য পশুপতি বাবু একদিন অক্ষয় বাবুর কাছে গিয়া, তাঁহার বিস্তর স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু অক্ষয় বাবু অতি অসভ্য এবং অশিষ্ট। তিনি সাধারণীতে 'আশ্চর্য্য কাশীবাসীকে' অবক্তব্য কলঙ্করাশি বলিয়া নিন্দা করিলেন। 'কলিকাতা রিবিউ' একটু ভাল বলিলে কিছু কাজ হইতে পারে, এইরূপ ভাবিয়া পশুপতি বাবু একদিন চন্দ্র বাবুর নিকট গিয়া তাঁহার এক রকম হাতে পায়

ধরিয়াছিলেন। কিন্তু বোধ হয় চন্দ্রবাবু কিছু কুটিলস্বভাব। তিনি তখন প্রশংসা করিয়া লিখিব, এইরূপ আশ্বাস দিয়া পরে বিলক্ষণ নিন্দা করিয়াছিলেন। সমালোচনাদ্বারা কোন কাজ হইল না দেখিয়া পশুপতি বাবু আর একটি অতি সদুপায় অবলম্বন করিলেন। বই খানি খুব আদরণীয় হইয়াছে, অতএব খুব কাটিতেছে, লোকে এইরূপ বুঝিলে ক্রয় করিবে ভাবিয়া, পশুপতি বাবু সমস্ত পুস্তকের title-page ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ফেলিয়া সমস্ত পুস্তকে এক এক খানি নূতন title-page আঁটিয়া দিলেন। নূতন title-page-এর মধ্যে কতকগুলিতে প্রথম সংস্করণের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয়, কতকগুলিতে তৃতীয়, কতকগুলিতে চতুর্থ সংস্করণ লেখা হইল। এক মাসে মধ্যেই ক্রমান্বয়ে চারি সংস্করণ বিজ্ঞাপিত হইল। তথাপি গবর্ণমেণ্ট চারি সংস্করণের যে তিন চেরে বার খানি লইয়াছিলেন, তাহার বেশী বিক্রয় হইল না। এদিকে ছাপাখানার বিল লইয়া পীড়াপীড়ি পড়িয়া গেল। ১৫৫৮/১০ টাকার বিল। যাহার বিল সে উকিলের চিঠি দিল। পশুপতি বাবু তাঁহার শেষ সম্বল ৪ বিঘা ব্রহ্মত্তরের মধ্যে সাড়ে তিন বিঘা বিক্রয় করিয়া ছাপাখানার দেনা পরিশোধ করিলেন।

৩

পশুপতি বাবু ছাপাখানার দেনা পরিশোধ করিলেন বটে, কিন্তু পেটের অন্ন আর বড় যুটে না। দেশের উদ্ধারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শুধু যে তাঁহারই এই দশা তা নয়, গোধনপুরের সমস্ত বাবুদিগের আজ এই দশা। কেহই আর পেট ভরিয়া খাইতে পান না, কেবল সন্ধ্যার পর তামসিক বিদ্যালয়ে কি জানি কোথা হইতে দুধ আসে, বাবুরা তাহাই একটুক আধটুক খাইয়া থাকেন। কিন্তু এত কষ্ট সহিয়াও কেহ উদ্ধারকার্য্য

ছাড়িতে চান না। ওদিকে গোপকৃষক মহলে বড়ই কান্নাহাটী পড়িয়া গেল। তাহাদের মেয়েরা খুব বাবু হইয়া পড়িয়াছে, কেবল বেশবিন্যাসে মন, কেহ আর গৃহকর্ম্ম করে না। তাও সওয়া যায়। কিন্তু একঘরে হওয়া ত কম অপমান নয়। অন্যান্য গ্রামে গোপ-কৃষকদের যে সব জ্ঞাতি কুটুম্ব আছে, তাহারা আর তাহাদের বাড়ীতে খাইতে চায় না, নিমন্ত্রণ করিলেও আসে না। তাহারা তখন ন্যায়বাগীশ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল—"মশায় তখন মেয়ে ছেলেকে ইস্কুলে পাঠাইতে অনুকল্প করিলেন, এখন যে আমাদের জাতি যায়।" ন্যায়-বাগীশ মহাশয় কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া উত্তর করিলেন— "না হে না, ও সব যুগধর্ম্মে হইতেছে, উহাতে দোষ কি?" কিন্তু গোপকৃষকেরা আর ন্যায়বাগীশ মহাশয়ের ব্যবস্থা গ্রাহ্য করিল না। তাহারা তাহাদের মেয়েছেলেদিগকে ইস্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইল। তখন উদ্ধার এবং পরোপকার করিবার অন্য উপায় না দেখিয়া পশুপতি বাবু বই লিখিয়া সেই কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। তিনি আর এক খানি বই লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এবার আর উপন্যাস লিখিলেন না, একখানা গীতিকাব্য লিখিলেন। প্রথম কবিতা হইতে দুই চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম :—

"গাও মাতা বঙ্গানন !

ী

গাও তাঁর জয়,

যার তরে

কবি বলে

'জয় জয়, জয়,।

উদ্ধারিবে কবি
তাঁর
জাতি কুল মান।
আর
কবি উদ্ধারিবে
অবলার প্রাণ। বাবা! অবলার প্রাণ!
ফেলে দাও
উপন্যাস,
ফেলে দেও গান,
বাজাও দামামা
এবে
ঝন্
ঝন্
ঝন্।
তাড়াও শ্বেতেরে
সবে
ছুঁড়ি
ফাঁকা গন্,
তাড়ায়ে
মায়েরে
কর
খান্!
খান্!!
খান্!!!"

কবিতাগুলি লিখিয়া পশুপতি বাবু মনে করিলেন যে,

এবার আর বঙ্কিম বাবু, হেম বাবু প্রভৃতি মহারথীগণের নিস্তার নাই। আহ্লাদে ডগমগ হইয়া বাবু কাব্যখানি ছাপাইবেন বলিয়া কলিকাতায় যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তখন রত্ন-মঞ্জরী অতি কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি চলিলে, ঠাক্রুণের জন্য কি করিব? সেই দিন থেকে (এই কথা বলিতে দুঃখিনীর চক্ষে জল আসিল) সেই দিন থেকে তাঁহার ব্যারাম বাড়িয়াছে। ডাক্তারও দেখান হয় নাই, আর এমন পয়সা কড়ি নাই যে রোগীর খাবারের মতন কিছু কিনে দেওয়া যায়। তা এখন কি করিব যদি বলে যাও ত ভাল হয়।"

পশুপতি বাবু উত্তর করিলেন—"কেন, সে জন্য ভাবনা কি? আমি এই নূতন বই ছাপাইতে যাইতেছি। এবার ঢের টাকা পাব।"

রত্ন। আমরা মেয়ে মানুষ ওসব ত বুঝ্তে পারি না, আমাদের ওতে কথা কওয়াই নয়। তবে তোমাকে বলে জিজ্ঞাসা করি, সেবার বই ছাপাইয়া ত কিছু হয় নাই, এবার কেমন করে হবে?

পশু। তুই কি তত কথা বুঝিবি—এবার ত বই বেচিব না, এবার কপিরাইট্ বেচিব। এবার নিশ্চয় ঢের টাকা পাব।

রত্ন। আচ্ছা, আমি বুঝ্তে চাই না, তুমি পেলেই হ'ল। এখন তবে ঠাক্রুণের জন্য কি করব?

পশু। কেন, একবার সাবিত্রী গোয়ালিনীর কাছে যাস, সে দুটা টাকা দেবে। সে আমার ধারে। তাইতে চালাস। দেখিস যেন মার কোন কষ্ট হয় না।

রত্নমঞ্জরী ঘাড় হেঁট করিয়া একটি চাপা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"আচ্ছা!

পশুপতি বাবু মস্ মস্ করিয়া চলিয়া গেলেন। এমনি ব্যস্ত যে একবার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলেন না। এ জগতে তাঁহার মাও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। পশুপতি বাবু যখন কলিকাতায় থাকিয়া সমস্ত ভারত-বাসীকে ভারতমাতার উদ্ধারার্থ জাগাইবার জন্য অগ্নিময় কবিতা ছাপাইতেছিলেন, তখন তাঁহার তুচ্ছ গর্ভধারিণী মাতা রোগে, শোকে, অনাহারে তাঁহারই জন্য হাহাকার করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। মরিবার সময় রত্নমঞ্জরীকে বলিয়া গেলেন—"মা, তুমি একলাটি এখানে কেমন করিয়া থাকিবে, খাবেই বা কি? তা, যে কয়দিন বাবা আমার ঘরে না আসেন, সে কয় দিন তোমার বাপের বাড়ীতে গিয়া থাকিও।' কিন্তু রত্নমঞ্জরী তাহা করিতে পারিল না। সে রোগ, শোক, অনাহার সব তুচ্ছ করিয়া পতির প্রতীক্ষায় পতির ঘরে পড়িয়া রহিল।

৪

পশুপতি বাবুর কাব্য ছাপা হইল। একেবারে ১০০০ কাপি ছাপা হইল। তিনি অগ্রে এক কাপি হেম বাবুকে পাঠাইয়া-দিলেন। হেম বাবু পড়িয়া মাথা হেঁট করিলেন। সে মাথা, আর তুলিতে পারিলেন না। পশুপতি বাবু বঙ্কিম বাবুকে তাঁহার বই দেন নাই, কিন্তু বঙ্গদর্শনে সমালোচনার্থ সঞ্জীব বাবুকে এক কাপি দিয়াছিলেন। বঙ্কিম বাবু সেই খানি লইয়া পড়িলেন। পড়িয়া তাঁহার ঈর্ষা এত প্রবল হইল যে চক্ষুশূল একেবারে চক্ষুর বাহির করিবার জন্য তিনি বই খান ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। দেখিয়া সঞ্জীব বাবু বলিলেন:—"তবে আর আমার বলিবার কি রহিল?"

তা সে সব কথা যাউক। পশুপতি বাবু এবার আর বই বিক্রয় না করিয়া Copyright বিক্রয় করিয়া এক হাত মারিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কোন সম্ভ্রান্ত পুস্তক-বিক্রেতা Copyright ক্রয় করিতে সম্মত হইল না। শেষে একজন ক্ষুদ্র দোকানদার সম্মত হইল। সে দেখিল যে বই গুলি ওজনে ২ মণ ১৫৷৷০ সের। প্রতি সের এক আনার হিসাবে ক্রয় করিয়া দুই আনার হিসাবে বিক্রয় করিলে তাহার পাচ ছয় টাকা লাভ থাকিতে পারে। অতএব সে ৫৩৵১০ মূল্যে Copyright ক্রয় করিতে স্বীকার করিল। পশুপতি বাবু তাহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া ৬৲ টাকা দাম ধার্য্য করিয়া Copyright বিক্রয় করিলেন। ক্রেতা প্রতি সের দুই আনার হিসাবে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। তখন বই গুলি মসলার দোকানে, জুতার দোকানে, এবং কাপড়ের দোকানে গিয়া পৌছিল। সেই সব দোকান হইতে সেই অপূর্ব্ব অগ্নিময় উত্তেজক কবিতা গুলি হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ এবং ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। পশুপতি বাবুর কীর্ত্তি, পশুপতি বাবুর অদৃষ্টচক্র ছাড়াইয়া উঠিয়া সমস্ত ভারতবর্ষ আলোড়িত করিয়া তুলিল। পশুপতি বাবু যা বলিয়াছিলেন, তাই করিলেন। বঙ্কিম বাবুর বইয়ের sale বন্ধ হইয়া গেল। আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি কি জুতার দোকানে, কি মসলার দোকানে, কি গাঁজার দোকানে, তাঁহার বই কোথাও পাওয়া যায় না।

৫

পশুপতি বাবু ৬৲ টাকা লইয়া গোধনপুরে গেলেন। তখন রত্নমঞ্জরী শয্যাগত, আর বড় একটা উঠিতে পারেন না।

তথাপি যখন শুনিলেন যে স্বামী অনেক টাকা আনিয়াছেন, তখন মনের সাধে স্বামীর সেবা করিবেন বলিয়া কোন রকমে শয্যা হইতে উঠিয়া রন্ধনাদি করিয়া স্বামীকে খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাও বিধি তাঁহাকে বেশী দিন করিতে দিলেন না। পাঁচ সাত দিবসের মধ্যে শেয়ালদহের ছোট আদালত হইতে এক খানি শমন পশুপতি বাবুর নিকট পৌঁছিল। ছাপাখানার দেনার জন্য তাঁহার নামে নালিশ হইয়াছে। দেনার পরিমাণ ১৮৩৷৶১৫। যে লোক শমন লইয়া গিয়াছিল, তাহার পোশাক এবং রকম দেখিয়া রত্নমঞ্জরীর ভয় হইল। তাহাতে আবার পেয়াদা টাকা কড়ির কথা কহিল। দেখিয়া শুনিয়া রত্নমঞ্জরী ভয়ে ভয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল:—"ও আবার কিসের টাকা গা? কেহ কি নালিশ করেছে?" পশুপতি বাবু বলিলেন—"না, না, ও টাকা তাহারা আমার কাছে পাইতে পারে না। ও তাহাদের ভুল। তা সে যাহাই হউক, তোর ও কথায় কাজ কি?" রত্নমঞ্জরী বুঝিল যে তবে কোন ভয় নাই, অথচ তাহার মনে কেমন একটু ভয় রহিয়াও গেল। তিন দিন পরে পশুপতি বাবু শেয়ালদহের ছোট আদালতে উপস্থিত হইলেন। যথাসময়ে তাঁহার মোকদ্দমা ডাক হইল। তিনি হাকিমের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। হাকিম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম পশুপতি ভট্টাচার্য্য?"

পশু। Yes.

হা। তুমি এই নকুড় চন্দ্র ঘোষের ছাপাখানায় "জাগো জাগো লতিকা" নামে এক খানা বই ছাপাইয়াছ?

প। Yes.

হা। ছাপার খরচ কত হইয়াছে?

প। আমি জানি না।

হা। উনি বলেন ছাপার খরচ ১৮৩৷৶১৫ হইয়াছে! ইহা তুমি স্বীকার কর?

প। Yes.

হা। এ টাকা কি ইহার কোন অংশ তুমি নকুড় চন্দ্রকে দিয়াছ?

প। আমি ও টাকা কেন দিব?

হা। তোমার কাজ হইয়াছে, তুমি দিবে না ত কে দিবে?

প। ঐটি মহাশয়ের ভুল। শুধু মহাশয়ের কেন, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতিও ঐ রকম ভুল করিয়া থাকেন। তা সে কেবল আপনারা উদ্ধার এবং উপকৃতকারিতা বুঝেন না বলিয়া ভ্রমরভূয়সী ভ্রান্ত করিয়া থাকেন। মহাশয়, আমি যে বই ছাপাইয়াছি সে কি আমার নিজের জন্য ছাপাইয়াছি? আমরা patriot, যাহারা patriot তাহারা কি নিজের জন্য খায়, নিজের জন্য পরে, নিজের জন্য বিবাহ করে, নিজের জন্য বই লেখে, নিজের জন্য বই ছাপায়? কখনই নয়। তাহারা সব পরের জন্য করে। অতএব দেশের লোকের কর্ত্তব্য যে তাহারা patriot দিগকে খাওয়ায়, বিবাহ দিয়া দেয়, বই লিখিতে কাগজ কলম দেয়, বই ছাপাইবার খরচ দেয়। সকলের নিতান্ত, নিরুপম, নির্বীর্য্য, নির্ব্বন্ধাতিশয় কর্ত্তব্য যে তাহারা patriotদিগকে যথাসর্ব্বস্ব দেয়, নইলে patriotগণ কেমন করিয়া দেশকে তাহাদের হৃদয়সর্ব্বস্ব দিবে? মহাশয় দিব্য চক্ষে দেখিবেন patriot-এর দেশের লোকের উপর ষোল আনা দাবি। তা আমি এই যে দেশের, ভারতের, ভারতমাতার উদ্ধারের জন্য কাব্য লিখিলাম, সে কাব্য ছাপাইবার খরচ কি আমাকে দিতে

হইবে, না দেশের লোককে দিতে হইবে, ভারতকে দিতে হইবে, ভারতমাতাকে দিতে হইবে ? মহাশয় প্রবীণ, প্রাচীন, প্রাঞ্জল, প্রণিধান করিয়া দেখিবেন যে, সে খরচ দেশের লোকের দেওয়া উচিত, ভারতের দেওয়া উচিত, ভারতমাতার দেওয়া উচিত। মহাশয়ও ত একজন দেশের লোক। মহাশয়েরও সে খরচ দেওয়া উচিত। তবে মহাশয় patriot কাহাকে বলে এবং patriot-কে কি রকম করিয়া পালন করিতে হয়, জানেন না বলিয়া মৎপ্রণীত গ্রন্থ ছাপাইবার খরচের জন্য আমাকে ধরিয়া বিধ্বস্ত করিতেছেন। কেন, নকুড় বাবুও ত দেশের লোক—ওঁরও ত ছাপার খরচ দেওয়া উচিত ? উনি দেন না কেন ? বাবা ! patriot পুষিতে ব্যয় কত, তা ত জানেন না ? patriot পোষা আর গরু পোষা একই কথা ! কত খোল খড় খাওয়াইলে তবে গরু দুধ দেয়। patriot-কে কি আপনারা গরু হইতে খাটো মনে করেন ? হা কুসংস্কার ! হা ভারতমাতা !"—

হাকিম অবাক হইয়া শুনিতেছিলেন। কিন্তু আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া আসামীকে বলিলেন—" তোমার নামে ১৮৩৬৶/১৫ টাকার ডিক্রী দিলাম। টাকা আনিয়াছ কি ?

প। আমি কি জন্য টাকা আনিব ? দেনা আপনাদের সকলের। এত বুঝাইলাম তবুও আপনি বুঝিলেন না। অহো ! ভারতে সকল লোকই কি গর্দ্দভ ?

হা। কনিষ্টবল, আসামীকে গ্রেপ্তার কর। উহাকে জেলে লইয়া যাও।

তখন দুই জন কনিষ্টবল পশুপতি বাবুকে ধরিল। পশুপতি

বাবু হাকিমকে বলিলেন—“ আমি জেলে যাব কেন, আপনি জেলে যাবেন।” হাকিম একটু হাঁকিয়া কনিষ্টবলকে বলিলেন—“ লে যাও।” কনিষ্টবলদ্বয় পশুপতি বাবুকে টানিয়া লইয়া গেল। যাইবার সময় পশুপতি বাবু চেঁচাইয়া বলিতে লাগিলেনঃ—“ আহা ! patriot কাহাকে বলে ভারতবাসী এখনও বুঝিল না ! patriot-কে যথাসর্ব্বস্ব দিয়া পুষিতে হয়, দেশের লোক এখনও বুঝিল না ! দেশ অধঃপাতে যাউক !”

পশুপতি বাবুর জেলে যাওয়ার সম্বাদ শীঘ্রই গোধনপুরে প্রচার হইল। রত্নমঞ্জরী যে দিন সে সম্বাদ পাইল, সেই দিনেই তাহার দুঃখের জীবন ফুরাইয়া গেল। তাহার মৃত দেহের সংকার করে, গোধনপুরে মনুষ্য মধ্যে এমন কেহ ছিল না, কেননা সমস্ত গোধনপুর আজ তাহার পতির শত্রু ! যাহারা তাহার অন্তিম ক্রিয়া সম্পন্ন করিল, তাহারা বনবাসী !

ওদিকে সাবিত্রী ঠাকুরাণী পশুপতি বাবুর মেয়াদের কথা শুনিয়া, নিজের দুই এক খানা গহনা বেচিয়া, কিছু টাকা লইয়া শেয়ালদহে গিয়া পশুপতি বাবুকে খালাস করিলেন। খালাস হইয়া পশুপতি বাবু সাবিত্রী ঠাকুরাণীকে লইয়া হাবড়ার ষ্টেশনে গাড়িভাড়া করিয়া দেশ ছাড়িয়া উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে চলিয়া গেলেন। তখন দেশ যথার্থই উদ্ধার হইল।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

উপন্যাসের আকারে ইতিহাস লিখিত হইল। পদ্ধতি ঠিক নয়। কিন্তু উপায়ান্তর নাই। বঙ্গে এখন উপন্যাস বই আর কিছুই বড় একটা চলে না।

শ্রীগ্রন্থকার।